মূল বইয়ের অতিরিক্ত অংশ

দ্বাদশ অধ্যায়: বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা ও বাণিজ্য

পরীক্ষায় কমন পেতে আরও প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ▶১

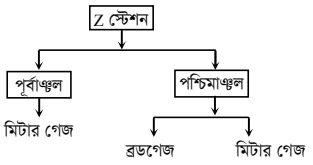

◀ *শিখনফল-১*

ক. বাংলাদেশের যাতায়াত ব্যবস্থা কত প্রকার? ১

খ. সড়ক পথ গড়ে ওঠার ১টি কারণ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে কোন ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থা নির্দেশ করা হচ্ছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের মানচিত্রে উক্ত যোগাযোগ ব্যবস্থার পথ সমূহ অংকন করে দেখাও। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের যাতায়াত ব্যবস্থা ৩ প্রকার।

খ মৃত্তিকার গঠন সড়ক পথ গড়ে ওঠার ১টি অনুকূল নিয়ামক। মৃত্তিকার বুনন যদি স্থায়ী বা মজবুত হয় তবে বৃষ্টিতে কম ক্ষয় হয়। শক্ত মৃত্তিকার উপর সড়কপথ গড়ে উঠলে তা স্থায়ী হয়।

গ উদ্দীপকে রেল যোগাযোগ নির্দেশ করা হয়েছে।

বাংলাদেশে রেলপথের পরিমাণ অল্প হলেও ভারী দ্রব্য পরিবহন, শিল্প ও কৃষিজ দ্রব্য, শ্রমিক পরিবহন প্রভৃতি ক্ষেত্রে রেলপথ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এটা দেশের প্রধান বন্দর, শহর, বাণিজ্য ও শিল্প কেন্দ্রের সঙ্গে সংযোগ সাধন করে।

ঢাকার কমলাপুর দেশের বৃহত্তম রেল স্টেশন। ঢাকা থেকে দেশের প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ শহরে রেলযোগে যাতায়াত করা যায়। বাংলাদেশে সর্বমোট ৪৪৩টি রেল স্টেশন আছে (উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান পকেটবুক ২০১২/জুন ২০১৩, সারণি ৮.০১)। কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ, কাঁচামাল ও জনসাধারণের নিয়মিত চলাচল, উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ, শ্রমিক স্থানান্তর, কর্মসংস্থান তথা বাংলাদেশের সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়নে ও পুনর্গঠনে রেল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশ রেলওয়ের বাণিজ্যিক ও আর্থিক সফলতা অর্জনে সরকার বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এসব প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে বাংলাদেশ রেলওয়ে একটি যুগোপযোগী ও আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় পরিণত হবে।

ঘ বাংলাদেশের মানচিত্র অঙ্কন করে রেলযোগাযোগ ব্যবস্থা দেখানো হলো—

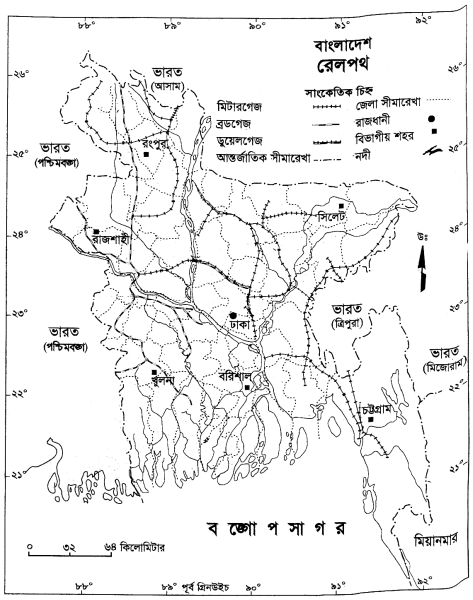

চিত্র: বাংলাদেশের রেলপথ

প্রশ্ন ▶২ হ্যাপি ও তার বন্ধুরা ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম যেতে যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করল তা বরিশাল খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবন অঞ্চলে গড়ে তোলা সম্ভব হয় নি। ◀ *শিখনফল-১*

ক. বাংলাদেশে কত কি. মি. রেলপথ রয়েছে? ১

খ. বান্দরবান, রাঙামাটি, বরিশাল অঞ্চলে কেন রেলপথ গড়ে ওঠেনি? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত ব্যবস্থা গড়ে ওঠার নিয়ামক ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত ব্যবস্থার প্রতিবন্ধকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে ২,৭৯১ কি. মি. রেলপথ রয়েছে।

খ বরিশাল, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান অঞ্চলে রেলপথ নেই। বরিশাল নদীবহুল হওয়ায় সেখানে রেলপথ নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি। অপরদিকে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলা উঁচু নীচু ও বন্ধুর প্রকৃতির ভূমিরূপের জন্য রেলপথ ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি।

গ হ্যাপি ও তার বন্ধুরা রেলপথ ব্যবহার করে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম যায়। রেলপথ গড়ে ওঠার জন্য নিম্নলিখিত নিয়ামকসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সমতল ভূমি : সমতলভূমি রেলপথ নির্মাণের জন্য সুবিধাজনক। এতে খরচ কম হয় এবং সহজে নির্মাণ করা যায়। বাংলাদেশের বেশিরভাগ অঞ্চল সমতল, এজন্য পাহাড়ি ও বনাঞ্চল এবং জলাভূমি ছাড়া প্রায় সব স্থানেই রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে।

সমুদ্রের অবস্থান : সমুদ্র উপকূল অঞ্চলে বন্দর গড়ে ওঠে। এই বন্দরের কারণে অন্যান্য সমস্যা থাকলেও রেলপথ গড়ে ওঠে। এজন্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি অঞ্চল বাদ দিয়ে বন্দরকে কেন্দ্র করে সমতল ভূমিতে রেলপথ গড়ে উঠেছে।

ঘ হ্যাপি ও তার বন্ধুরা রেলপথ ব্যবহারের মাধ্যমে ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে যায়। কিন্তু সকল অবস্থায় রেলপথ গড়ে তোলা সম্ভব হয় না। কিছু ভৌগোলিক উপাদান রেলপথ গড়ে ওঠাকে প্রভাবিত করে যা রেল ব্যবস্থার প্রতিবন্ধকতা নামে পরিচিত। এর প্রতিবন্ধকতাসমূহ উল্লেখ করা হলো :

বন্ধুর ভূপ্রকৃতি : উঁচু-নিচু ও বন্ধুর ভূমিরূপের জন্য পার্বত্য এলাকায় রেলপথ নির্মাণ অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও কষ্টসাধ্য। তাই বাংলাদেশের পাবর্ত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে পাহাড়ের গাঁ বেয়ে রেলপথ নেই বললেই চলে।

নিম্নভূমি ও মৃত্তিকা: মৃত্তিকার বুনট যথেষ্ট মজবুত না হলে রেলপথ গড়ে ওঠে না। এছাড়া নদী বেশি থাকলে রেলপথ গড়ে ওঠাও কঠিন। তাই বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে রেলপথ কম।

জলাভূমির আধিক্য: নদীমাতৃক দেশে রেলপথের প্রধান অসুবিধা অনেক সেতু নির্মাণ করতে হয়। এজন্য বাংলাদেশের বরিশাল অঞ্চলে কোন রেলব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি।

সুতরাং বলা যায়, রেলপথ গড়ে ওঠতে উল্লিখিত প্রতিবন্ধকতাসমূহই প্রতিকূল নিয়ামক হিসাবে কাজ করে।

প্রশ্ন ▶৩ যোগাযোগ ব্যবস্থা যাত্রী ও পণ্য পরিবহন করে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগের মাধ্যমে অর্থনীতিতে কার্যকরী ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় সড়ক পথ, রেলপথ, নৌপথ ও আকাশপথের ভূমিকা অপরিসীম।

◀ পিথনফল-১ [গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, ময়মনসিংহ]

ক. বাণিজ্য কী? ১

খ. আকাশপথের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের দ্বিতীয় পথটি গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে প্রতিকূল অবস্থা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের কোনটিকে 'সাশ্রয়ী পথ' বলা হয় এবং কেন? বিশ্লেষণ করো। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষের অভাব ও চাহিদা মেটানোর উদ্দেশে পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় এবং এর আনুষঙ্গিক কার্যাবলিই বাণিজ্য।

খ যোগাযোগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে দ্রুততম মাধ্যম আকাশপথ।

আকাশপথ গুরুত্বপূর্ণ কেননা আকাশপথের মাধ্যমে দ্রুত ডাক চলাচল ও পচনশীল দ্রব্য প্রেরণ করা যায়। এছাড়াও যুদ্ধবিগ্রহ, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি জাতীয় দুর্যোগে দুর্গত এলাকার সাহায্যার্থে আকাশপথের ভূমিকা অনেক।

গ উদ্দীপকের দ্বিতীয় পথ তথা রেলপথ গড়ে ওঠার জন্য প্রতিকূল অবস্থা—

i. **বন্ধুর ভূপ্রকৃতি :** উঁচুনিচু ও বন্ধুর প্রকৃতির ভূমিরূপের জন্য পার্বত্য এলাকায় রেলপথ নির্মাণ অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও কষ্টসাধ্য। তাই বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে পাহাড়ের গা বেয়ে রেলপথ নেই বললেই চলে।

ii. **নিম্নভূমি ও মৃত্তিকা :** মৃত্তিকার বুনন যথেষ্ট মজবুত না হলে রেলপথ গড়ে ওঠে না। এছাড়া নদী বেশি থাকলে রেলপথ গড়ে ওঠাও কঠিন। তাই বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে রেলপথ কম।

ঘ উদ্দীপকের নৌপথকে সাশ্রয়ী পথ বলা হয়।

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। এ দেশের সর্বত্র নৌপথ জালের মতো ছড়িয়ে আছে। নদীনালা, খাল-বিল এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর বাংলাদেশের নৌ যোগাযোগ ব্যবস্থাকে তাৎপর্যপূর্ণ করেছে। অভ্যন্তরীণ জলপথে অত্যন্ত কম খরচে প্রচুর বাণিজ্যিক পণ্য পরিবহন করা সম্ভব হয়। জলপথে পরিবহন খরচ ও যাতায়াত খরচ কম বলে এ পথে পরিবহন খুবই সহজ এবং লাভজনক। এ জন্য দেশের বেশির ভাগ পণ্য এ পথেই পরিবাহিত হয়। এছাড়া নৌপথে শিল্পের কাঁচামাল সুলভে সংগ্রহ করা যায় এবং শিল্পজাত দ্রব্যও অল্প খরচে দেশের বিভিন্ন বাজারে প্রেরণ করা হয়ে থাকে।

সুতরাং বলা যায়, নৌপথ বাংলাদেশের খুবই সুলভ ও সহজ যাতায়াত ব্যবস্থা হওয়ায় একে সাশ্রয়ী পথ বলা হয়।

প্রশ্ন ▶৪ ঢাকা-আরিচা নগরবাড়ি হয়ে পাবনা, রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর ও তেঁতুলিয়া।

ঢাকা-কুমিল্লা, নোয়াখালী, ফেনী, চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, কক্সবাজার।

ঢাকা-বঙ্গবন্ধু সেতু হয়ে উত্তরবঙ্গ।

◀ পিথনফল-১ [এস. ভি. সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কিশোরগঞ্জ]

ক. ব্রডগেজ রেলপথের প্রস্থ কত? ১

খ. বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে রেলপথ গড়ে না ওঠার কারণ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. বাংলাগেশের মানচিত্র এঁকে বিমান বন্দরগুলো চিহ্নিত করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বাংলাদেশের যে ধরনের পরিবহন ব্যবস্থার উল্লেখ করা হয়েছে তা বিশ্লেষণ করো। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্রডগেজ রেলপথের প্রস্থ ১.৬৮ মিটার।

খ উঁচু-নিচু ও বন্ধুর প্রকৃতির ভূমিরূপের জন্য পার্বত্য এলাকায় রেলপথ নির্মাণ অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও কষ্টসাধ্য। বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল পার্বত্যময়। এ অঞ্চলে পাহাড়ের গা বেয়ে তাই রেলপথ গড়ে ওঠেনি।

গ বাংলাদেশের একটি মানচিত্র অঙ্কন করে বিমানবন্দরগুলো চিহ্নিত করা হলো—

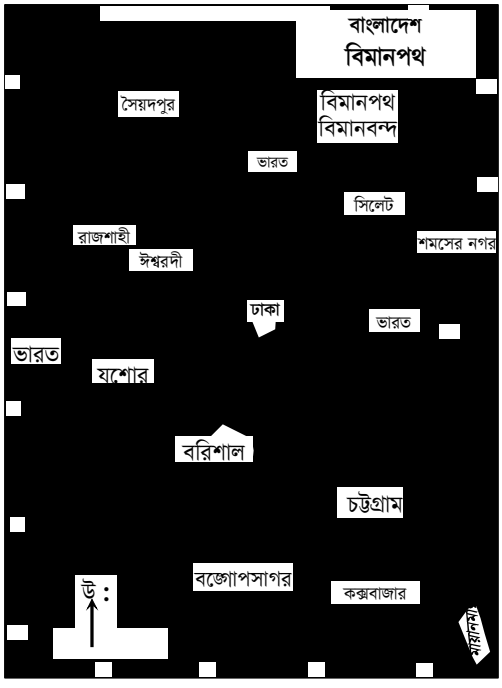

চিত্র : বাংলাদেশের

ঘ উদ্দীপকে বাংলাদেশের সড়ক পরিবহনব্যবস্থার উল্লেখ করা হয়েছে। সড়কপথ বাংলাদেশের পরিবহনব্যবস্থার মধ্যে অন্যতম। এর মাধ্যমে দেশের যেকোনো স্থানে দ্রুত যাতায়াত ও পণ্য পরিবহন করা যায়। সমতলভূমি সড়কপথ গড়ে ওঠার জন্য অনুকূল। এজন্য ঢাকা, খুলনা, রাজশাহী ও সিলেট অঞ্চলে অনেক সড়কপথ গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশের সড়কপথগুলো বসতির বিন্যাসের উপর নির্ভর করে অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠেছে। অধিকাংশ সড়ক স্থানীয় যোগাযোগ রক্ষার জন্য রেলপথ ও নদীপথের পরিপূরক হিসেবে নির্মিত হয়েছে। সাধারনত কাঁচা সড়কগুলোই উন্নত করে পাকা সড়ক করা হয়। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সড়কপথের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। বর্তমানে সড়কপথের উন্নয়নে যমুনা নদীর উপর নির্মিত বঙ্গবন্ধু সেতু গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সড়কপথ সারাদেশে ছড়িয়ে আছে। এ দেশের সব স্থানেই সড়কপথে যাওয়া যায়।

বাজার ব্যবস্থার উন্নতি, সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কৃষি উন্নয়ন ও বন্টন, শিল্পোন্নয়ন, ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতি, কর্মসংস্থান প্রভৃতি ক্ষেত্রে সড়কপথ যথেষ্ট ভূমিকা পালন করছে।

প্রশ্ন ▶ ৫ হাওড় অঞ্চলের রাজীব ছুটিতে চট্টগ্রাম গিয়ে দেখল সেখানে সড়কপথ বেশ উন্নত। বিষয়টি নিয়ে তার বড় ভাইয়ের সাথে আলাপ করলে তিনি তাকে বললেন সমুদ্রের অবস্থানের কারণে চট্টগ্রামের সড়কপথ উন্নত। *◀ শিখনফল-১*

ক. পরিবহন কাকে বলে? ১

খ. বেশি ঢাল সড়কপথ তৈরির বাধাস্বরূপ কেন? ২

গ. রাজীবের অঞ্চলে সড়কপথ কম হওয়ার পিছনে কি প্রভাবক কাজ করে নির্ণয় করো। ৩

ঘ. রাজীবের ভ্রমণকৃত অঞ্চলে সড়কপথ উন্নত হওয়ার আলোচ্য অবস্থা ছাড়া অন্যান্য প্রয়োজনীয় অবস্থা বর্ণনা করো। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যাত্রী, পণ্য সামগ্রী এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরকে পরিবহন বলে।

খ ঢালযুক্ত স্থানে সড়কপথ তৈরি কষ্টকর ও ব্যয়বহুল। এতে গাড়ির জ্বালানি খরচ বেশি হয়। তাই বেশি ঢাল সড়কপথ তৈরির ক্ষেত্রে বাধাস্বরূপ। এজন্য বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে পাহাড়ি ঢালে সড়কপথের ঘনত্ব কম।

গ রাজীবের অঞ্চলটি হলো সিলেটের হাওড় অঞ্চল।

হাওড় অঞ্চল স্থানটি নিম্নভূমি এবং ঢালযুক্ত স্থান। ঢালযুক্ত স্থানে সড়কপথ নির্মাণ করা কষ্টসাধ্য এবং ব্যয়বহুল। এতে গাড়ির জ্বালানি খরচ বেশি হয়। এছাড়া কালভার্ট ও ব্রীজ নির্মাণে অনেক খরচ হয়। নিম্নভূমি ও নদীপূর্ণ অঞ্চল হওয়ায় বর্ষাকালে পথ-ঘাট নষ্ট হয়ে যায়। তাই সিলেটের হাওড় অঞ্চলে সড়ক পথ কম।

ঘ রাজীবের ভ্রমণকৃত অঞ্চলটি হলো চট্টগ্রাম। চট্টগ্রামে সড়কপথ উন্নত হওয়ার কারণ সমুদ্রবন্দর। বন্দরকে কেন্দ্র করে এখানে দেশের বিভিন্ন জেলার (বিশেষ করে ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী জেলা) সাথে অনেক সংযোগ সড়কপথ গড়ে উঠেছে।

সড়কপথ গড়ে ওঠার উক্ত কারণ ছাড়াও এই স্থানে সড়ক পথ গড়ে ওঠার পেছনে আরও কিছু প্রয়োজনীয় অবস্থা রয়েছে। যেমন : সমতল ভূমি সড়কপথ গড়ে ওঠার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন।এজন্য চট্টগ্রাম, ঢাকা, খুলনা, রাজশাহী অঞ্চলে অনেক সড়কপথ গড়ে উঠেছে। আবার মৃত্তিকার বুনন যদি স্থায়ী বা মজুবত হয় তবে বৃষ্টিতে নষ্ট হয় না। ফলে সড়ক পথ গড়ে উঠলে তা স্থায়ী হয়। এ কারণেও চট্টগ্রামে সড়কপথ গড়ে উঠেছে।

প্রশ্ন ▶ ৬

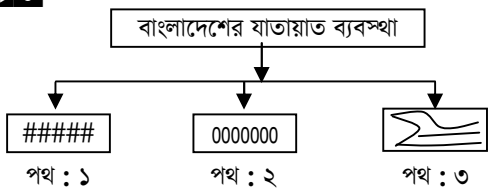

◀ শিখনফল-১ ও ২

ক. জীববৈচিত্র্য কাকে বলে? ১

খ. উন্নয়ন কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. পথ : ১ এর যোগাযোগ ব্যবস্থাটি বাংলাদেশের সর্বত্র গড়ে ওঠেনি কেন? এর কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ও পণ্য সামগ্রী দ্রুত আদান-প্রদান পথ: ২ পথ: ৩ এর মাধ্যে কোন যোগাযোগ ব্যবসস্থাটি সর্বাধিক ভূমিকা পালন করছে? যুক্তি দ্বারা উপস্থাপন করো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একই পরিবেশে বহু ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণীর স্বাভাবিক অবস্থানকে জীববৈচিত্র্য বলে।

খ মানুষের চাহিদা অনুযায়ী কোনো কিছুর উপযুক্ততা বৃদ্ধি করাকে উন্নয়ন বলে। বৃহৎভাবে দেশের উন্নয়নকে দেখা যায়— ১. কৃষিক্ষেত্রে উন্নয়ন, ২. শিল্পক্ষেত্রে উন্নয়ন, ৩. যোগাযোগের ক্ষেত্রে উন্নয়ন, ৪. বাসস্থানের ক্ষেত্রে উন্নয়ন।

গ উদ্দীপকে দ্বিতীয় যোগাযোগ ব্যবস্থাটি হলো রেল। দেশের সর্বত্র রেল যোগাযোগ গড়ে উঠেনি। এর কারণ মূলত—

বন্ধুর ভূপ্রকৃতি : উঁচুনিচু ও বন্ধুর প্রকৃতির ভূমিরূপের জন্য পার্বত্য এলাকায় রেলপথ নির্মাণ অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও কষ্টসাধ্য। তাই বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে পাহাড়ের গা বেয়ে রেলপথ নেই বললেই চলে।

নিম্নভূমি ও মৃত্তিকা : মৃত্তিকার বুনন যথেষ্ট মজবুত না হলে রেলপথ গড়ে ওঠে না। এছাড়া নদী বেশি থাকলে রেলপথ গড়ে ওঠাও কঠিন। তাই বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে রেলপথ কম।

ঘ পথ –২ হলে সড়কপথ এবং পথ–৩ হলো নৌপথ। উল্লিখিত দুটি পথের মধ্যে সড়কপথ বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ও পণ্য সামগ্রী দ্রুত আদান-প্রদানে সর্বাধিক ভূমিকা পালন করছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সড়কপথের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। উৎপাদিত কৃষিপণ্য বণ্টন, দ্রুত যোগাযোগ ও বাজার ব্যবস্থার উন্নতির জন্য সড়কপথ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সড়কপথ যারা দেশে জালের মত ছড়িয়ে আছে। তাই এ দেশের সকল স্থানেই সড়কপথে যাওয়া যায়। বাজার ব্যবস্থার উন্নতি, সুস্থ অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কৃষি উন্নয়ন ও বন্টন, শিল্পোন্নয়ন, ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি, কর্মসংস্থান প্রভৃতি ক্ষেত্রে সড়কপথ যথেষ্ট ভূমিকা করছে।

অপরদিকে, বাংলাদেশের সবত্র দক্ষিণাঞ্চলের মত নৌপথ বিস্তার লাভ করে নি। কারণ বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে জালের মতো নদী ছড়িয়ে রয়েছে ফলে নীদপথ উন্নতি লাভ করেছে। কিন্তু বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে নদীপথ সেভাবে উন্নতি লাভ করে নি। তাই বাংলাদেশের সকল অঞ্চলে নদী পথে পণ্য ও যাত্রী পরিবহন করা যায় না।

সুতরাং বলা যায়, বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ও পণ্য সামগ্রী দ্রুত আদান-প্রদানে সড়ক পথের ভূমিকা সর্বাধিক।

প্রশ্ন ▶ ৭ জাহিদ বাসে করে ঢাকা থেকে রংপুর যাচ্ছিল। পথিমধ্যে বিভিন্ন জায়গায় সে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হল, কিন্তু এই যোগাযোগ ব্যবস্থাই ব্যবসা বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ◀ *শিখনফল-২*

ক. বাংলাদেশের সড়কপথের দৈর্ঘ্য কত? ১

খ. সিলেটের হাওড় অঞ্চলে সড়কপথ কম কেন? ২

গ. জাহিদ যে যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যবহার করেছিল তার শ্রেণি বিভাগ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে উক্ত ব্যবস্থার ভূমিকা কি হতে পারে বলে তুমি মনে কর? বিশ্লেষণ করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের সড়কপথের দৈর্ঘ্য ২১,২৭২ কি মি.

খ সিলেটের হাওর অঞ্চল নিম্নভূমি অঞ্চল।

নিম্নভূমি ও নদীপূর্ণ অঞ্চলে বর্ষাকালে পথ ধ্বংসসহ বেশি কালভার্ট ও ব্রিজ নির্মাণে খরচ বেশী হয়। ফলে এ সকল অঞ্চলে সড়কপথ গড়ে ওঠেনা। এজন্যে সিলেটের হাওর অঞ্চলে সড়কপথ কম।

গ জাহিদ বাসে করে অর্থাৎ সড়কপথ ব্যবহার করে রংপুর যাচ্ছিল। এই সড়কপথগুলো স্থানীয় যোগাযোগ রক্ষার জন্য রেলপথ ও নদীপথের পরিপূরক হিসেবে নির্মিত হয়েছে। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীনে বিভিন্ন শ্রেণির সড়কপথ রয়েছে। যেমন:

i. জাতীয় মহাসড়ক ii. আঞ্চলিক মহাসড়ক iii. ইট বা কাঁচা সড়ক

সড়ক পথ (কি. মি.)	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩
জাতীয় মহাসড়ক	৩৪৭৮	৩৪৯২	৩৫৭০	৩৫৩৮
আঞ্চলিক মহাসড়ক	৪২২২	৪২৬৮	৪৩২৩	৪২৭৮
ইট বা কাঁচা সড়ক	১৩২৪৮	১৩২৮০	১৩,৬৭৮	১৩,৬৩৮
মোট	২০৯৪৮	২১০৪০	২১,৪৬২	২১,৪৫৪

উৎস : বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৩

ঘ জাহিদ সড়কপথ ব্যবহার করে রংপুর যাচ্ছিল। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সড়কপথের যথেষ্ট অবদান রয়েছে।

বাংলাদেশের সকড়পথের দৈর্ঘ্য ২১২৭২ কি. মি. যার মধ্যে জাতীয় মহাসড়ক ৩৫৩৮ কি. মি.। বাংলাদেশের সড়কপথগুলো বসতি বিন্যাসের উপর নির্ভর করে অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠেছে। অধিকাংশ রাস্তা স্থানীয় যোগাযোগ রক্ষার জন্য রেলপথ ও নদীপথের পরিপূরক হিসেবে নির্মিত হয়েছে। সাধারণত কাঁচা রাস্তাগুলোকেই উন্নত করে পাকা রাস্তা করা হয়। বর্তমান সড়কপথের উন্নয়নের জন্য বঙ্গবন্ধু সেতু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সড়কপথ সারাদেশে জালের মতো ছড়িয়ে আছে। এ দেশের সকল স্থানে সড়কপথে যাওয়া যায়। বাজার ব্যবস্থার উন্নতি, সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কৃষি উন্নয়ন ও বন্টন, শিল্পোন্নয়ন, ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি, কর্মসংস্থান প্রভৃতি ক্ষেত্রে সড়কপথ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶ ৮

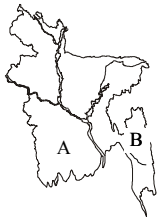

◀ *শিখনফল-২ [মধুপুর শহীদ স্মৃতি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল]*

ক. চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে আমদানি রপ্তানির কত শতাংশ পরিচালিত হয়? ১

খ. বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে নদীপথ উন্নতি লাভ করার কারণ কী? ২

গ. "A" অঞ্চল থেকে ঢাকায় ব্যবসায়িক পণ্য পরিবহনের জন্য কোন ধরনের যাতায়াত পথ ব্যবহার অধিক সুবিধাজনক? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "A" ও "B" উভয় অঞ্চলেই কী ঢাকার সাথে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা বিদ্যমান? তুলনামূলক আলোচনা কর। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ৮৫ শতাংশ।

খ নদীপথ বাংলাদেশের সুলভ পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থা।

বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলে অসংখ্য নদ-নদী জালের ন্যায় ছড়িয়ে আছে। ফলে এই অঞ্চলে রাস্তা-ঘাট বা রেলপথ তৈরি করতে হলে প্রচুর ছোট-বড় সেতু, কালভার্ট প্রভৃতি তৈরি করা প্রয়োজন যা যথেষ্ট ব্যয়বহুল। এ কারণে আমাদের দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে উন্নত সড়ক ও রেল যোগাযোগ গড়ে উঠেনি বরং স্বল্প ব্যয়ের নৌপথভিত্তিক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতি লাভ করেছে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'A' অঞ্চলটি মেঘনা তীরবর্তী বরিশাল বিভাগীয় অঞ্চল। এই অঞ্চল হতে ঢাকায় পণ্য পরিবহনের জন্য নৌপথ অধিক সুবিধাজনক।

বরিশাল অঞ্চল মেঘনা নদীর তীরে অবস্থিত। মেঘনার সাথে ঢাকার শীতলক্ষ্যার মাধ্যমে সংযোগ রয়েছে। যার কারণে সহজেই বরিশাল হতে পণ্যদ্রব্য ঢাকায় পরিবহনের জন্য নৌপথ ব্যবহার করা যায়।

জলপথে পণ্যদ্রব্য পরিবহনে খরচ কম হয়। তাছাড়া বেশি পণ্য পরিবহন করা যায়। এ পথে ঝুঁকিও কম থাকে। পক্ষান্তরে স্থলপথে পরিবহন খরচ বেশি। বরিশাল থেকে ঢাকার স্থলপথ অনুন্নত এবং ঝুঁকিপূর্ণ। এ কারণে বরিশাল হতে ঢাকায় পণ্যদ্রব্য পরিবহনে নৌপথ ব্যবহার করা সুবিধাজনক।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'A' অঞ্চলটি হচ্ছে বরিশাল এবং 'B' হচ্ছে চট্টগ্রাম। উভয় অঞ্চলেরই ঢাকার সাথে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবহন ও যোগাযোগ সুবিধা বিদ্যমান।

বরিশাল অঞ্চলের সাথে ঢাকায় যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম হচ্ছে নৌপথ। মেঘনা নদীর মাধ্যমে দুই অঞ্চলের মধ্যে পরিবহন ও যোগাযোগ সংযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নৌপথ সহজ, সুলভ এবং উত্তম মাধ্যম। চট্টগ্রাম অঞ্চলের সাথে ঢাকার সংযোগ জল ও স্থল উভয় পথেই রয়েছে। জলপথে প্রথমে চট্টগ্রাম নদী বন্দরে যেতে হয়। এরপর সেখান থেকে ভোলা হয়ে মেঘনা নদীপথে ঢাকা পৌঁছাতে হয়। তাছাড়া অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের জন্য স্থলপথ হিসেবে রেলপথও এ অঞ্চলের উৎকৃষ্ট মাধ্যম।

'A' ও 'B' অঞ্চল দুটির মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ঢাকার সাথে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের জন্য বরিশাল ও চট্টগ্রাম উভয় অঞ্চলেরই পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সুবিধাজনক। তবে চট্টগ্রাম অঞ্চলের সাথে ঢাকা অঞ্চলের অভ্যন্তরীন বাণিজ্যের জন্য জল ও স্থল উভয় পথই উত্তম।

সুতরাং বলা যায়, চট্টগ্রাম অঞ্চলেই ঢাকার সাথে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের জন্য তুলনামূলক প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা বিদ্যমান।

প্রশ্ন ▶৯ জামাল সাহেব চট্টগ্রাম শহরের একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী। পণ্য আমদানী ও রপ্তানির জন্য তিনি চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করেন এ বন্দর দেশের অভ্যন্তরে ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ◀ *শিখনফল-২*

ক. ব্রডগেজ রেলপথ কাকে বলে? ১

খ. বাংলাদেশের দক্ষিণে নদীপথ উন্নতি লাভ করার কারণ কি? ২

গ. জামাল সাহেব যে বন্দর ব্যবহার করেন তা গড়ে ওঠার পেছনে কি কি ভৌগোলিক নিয়ামক কাজ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জামাল সাহেব যে বন্দর ব্যবহার করেন বাংলাদেশ এর অবস্থান বিশ্লেষণ করো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১.৬৮ মিটার প্রস্থ বিশিষ্ট রেলপথকে ব্রডগেজ রেলপথ বলে।

খ নদীপথ বাংলাদেশের সুলভ পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থা।

বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলে অসংখ্য নদ-নদী জালের ন্যায় ছড়িয়ে আছে। ফলে এই অঞ্চলে রাস্তা-ঘাট বা রেলপথ তৈরি করতে হলে প্রচুর ছোট-বড় সেতু, কালভার্ট প্রভৃতি তৈরি করা প্রয়োজন যা যথেষ্ট ব্যয়বহুল। ফলে আমাদের দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে উন্নত সড়ক ও রেল যোগাযোগ গড়ে উঠেনি বরং স্বল্প ব্যায়ের নৌপথভিত্তিক যোগযোগ ব্যবস্থা উন্নতি লাভ করেছে।

গ জামান সাহেব চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর ব্যবহার করেন। চট্টগ্রাম বাংলাদেশের প্রধান সমুদ্র বন্দর। সমুদ্র বন্দর গড়ে ওঠার জন্য নিম্নোক্ত ভৌগোলিক কারণগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে :

i. পোতাশ্রয় : পোতাশ্রয় থাকলে ঝড় ঝাপটা, সমুদ্রের ঢেউ প্রভৃতির হতে জাহাজ রক্ষা পেতে পারে যা চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরে দেখা যায়।

ii. উপকূলের গভীরতা : বন্দরের উপকূলে সমুদ্র বেশ গভীর হওয়ার বাঞ্চনীয়। এতে সব ধরনের আধুনিক জাহাজ বন্দরে যাতায়াত করতে পারে।

iii. সুবিস্তৃত সমভূমি : বন্দরের জাহাজ মেরামত ও জেটি নির্মাণের জন্য সুবিস্তৃত সমভূমি থাকা প্রয়োজন। যা চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরে বিদ্যমান।

iv. জলবায়ু : বরফ, কুয়াশা প্রভৃতি সমুদ্র যোগাযোগের বাধারূপে কাজ করে যা বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলে অনুপস্থিত। আর এ কারণ এখানে সমুদ্র যোগাযোগ প্রসার লাভ করেছে।

ঘ জামাল সাহেব তার ব্যবসায়িক প্রয়োজনে পণ্য আমদানী ও রপ্তানির জন্য চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর ব্যবহার করেন।

দেশের অভ্যন্তরে ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সমুদ্রপথ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের সমুদ্র পরিবহনের দুটি বন্দর রয়েছে চট্টগ্রাম ও মংলা। দেশের মোট আমদানি বাণিজ্যের প্রায় ৮৫ শতাংশ এবং রপ্তানি বাণিজ্যের ৮০ শতাংশ চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে সম্পন্ন হয়। মংলা বন্দর দিয়ে মোট রপ্তানির প্রায় ১৩ শতাংশ ও আমদানি বাণিজ্যের প্রায় ৮ শতাংশ সম্পন্ন হয়। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অন্যান্য যোগাযোগ ব্যবস্থার চেয়ে সমুদ্র পথের অবদান বেশি।

প্রশ্ন ▶১০

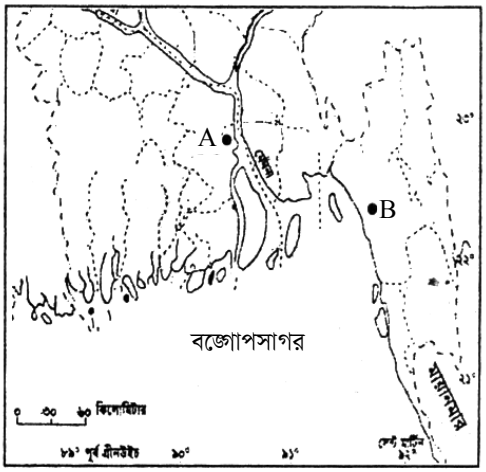

◀ *শিখনফল-২ [দি বাড্স রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার]*

ক. আমদানি বাণিজ্য কী? ১

খ. 'সড়ক পরিবহনের সাথে বাংলাদেশ রেলপথ তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন'—ব্যাখ্যা করো। ২

গ. A অঞ্চল থেকে ঢাকায় ব্যবসায়িক পণ্য পরিবহনের জন্য কোন ধরনের যাতায়াত পথ ব্যবহার সুবিধাজনক বলে তুমি মনে করো? কেন? ৩

ঘ. A ও B উভয় অঞ্চলই কী ঢাকার সাথে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা বিদ্যমান? তুলনামূলক আলোচনা করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দেশের চাহিদা পূরণে অন্য দেশ থেকে পণ্য সামগ্রী ক্রয় করাই আমদানি বাণিজ্য।

খ আরামদায়ক ও সুলভ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের রেলপথ সড়ক পরিবহনের সাথে তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন।

মূলত রেলপথের মাধ্যমে সব স্থানে যোগাযোগ সম্ভব নয়। সড়কপথই এক্ষেত্রে বিকল্প হিসেবে জনসাধারণ ব্যবহার করে। এছাড়া সময়ের অপচয় এবং অব্যবস্থাপনার কারণেও বাংলাদেশে রেলপথ সড়ক পরিবহনের সাথে তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'A' অঞ্চলটি মেঘনা তীরবর্তী বরিশাল বিভাগীয় অঞ্চল। এই অঞ্চল হতে ঢাকায় পণ্য পরিবহনের জন্য নৌপথ অধিক সুবিধাজনক।

বরিশাল অঞ্চল মেঘনা নদীর তীরে অবস্থিত। মেঘনার সাথে ঢাকার শীতলক্ষ্যার মাধ্যমে সংযোগ রয়েছে। যার কারণে সহজেই বরিশাল হতে পণ্যদ্রব্য ঢাকায় পরিবহনের জন্য নৌপথ ব্যবহার করা যায়।

জলপথে পণ্যদ্রব্য পরিবহনে খরচ কম হয়। তাছাড়া বেশি পণ্য পরিবহন করা যায়। এ পথে ঝুঁকিও কম থাকে। পক্ষান্তরে স্থলপথে পরিবহন খরচ বেশি। বরিশাল থেকে ঢাকার স্থলপথ অনুন্নত এবং ঝুঁকিপূর্ণ। এ কারণে বরিশাল হতে ঢাকায় পণ্যদ্রব্য পরিবহনে নৌপথ ব্যবহার করা সুবিধাজনক।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'A' অঞ্চলটি হচ্ছে বরিশাল এবং 'B' হচ্ছে চট্টগ্রাম। উভয় অঞ্চলেরই ঢাকার সাথে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবহন ও যোগাযোগ সুবিধা বিদ্যমান।

বরিশাল অঞ্চলের সাথে ঢাকায় যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম হচ্ছে নৌপথ। মেঘনা নদীর মাধ্যমে দুই অঞ্চলের মধ্যে পরিবহন ও

যোগাযোগ সংযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নৌপথ সহজ, সুলভ এবং উত্তম মাধ্যম। চট্টগ্রাম অঞ্চলের সাথে ঢাকার সংযোগ জল ও স্থল উভয় পথেই রয়েছে। জলপথে প্রথমে চট্টগ্রাম নদী বন্দরে যেতে হয়। এরপর সেখান থেকে ভোলা হয়ে মেঘনা নদীপথে ঢাকা পৌঁছাতে হয়। তাছাড়া অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের জন্য স্থলপথ হিসেবে রেলপথও এ অঞ্চলের উৎকৃষ্ট মাধ্যম।

'A' ও 'B' অঞ্চল দুটির মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ঢাকার সাথে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের জন্য বরিশাল ও চট্টগ্রাম উভয় অঞ্চলেরই পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সুবিধাজনক। তবে চট্টগ্রাম অঞ্চলের সাথে ঢাকা অঞ্চলের অভ্যন্তরীন বাণিজ্যের জন্য জল ও স্থল উভয় পথই উত্তম।

সুতরাং বলা যায়, চট্টগ্রাম অঞ্চলেই ঢাকার সাথে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের জন্য তুলনামূলক প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা বিদ্যমান।

প্রশ্ন ▶ ১১ দীর্ঘদিন ধরে রসুলপুর গ্রামের বাসিন্দারা জেলা শহরে যাওয়ার জন্য একটি পাকা সড়ক নির্মাণের দাবি করে আসছে। অবশেষে সড়ক ও জনপথ বিভাগ কর্তৃক রসুলপুর গ্রামের সাথে জেলা শহরের সংযোগকারী একটি পাকা রাস্তা নির্মিত হলে গ্রামের লোকেরা এখন কৃষিজ ফসল উৎপাদন করে অধিক লাভবান হচ্ছে। *◀ শিখনফল-২*

ক. পশ্চাদভূমি কাকে বলে? ১

খ. সমুদ্রবন্দর গড়ে ওঠতে পোতাশ্রয় প্রয়োজন হয় কেন? ২

গ. রসুলপুর গ্রামের কৃষির উন্নয়নে সড়ক ও জনপথ কর্তৃক নির্মিত পথটি কীভাবে ভূমিকা রাখছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. রসুলপুর গ্রামের বাসিন্দারা উক্ত পথ নির্মিত হওয়ার ফলে আর কী কী সুবিধা পেতে পারে বলে তুমি মনে করো। বিশ্লেষণ করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক থেকে বন্দরের ওপর নির্ভরশীল পশ্চাদবর্তী এলাকা বা জনপদকে বন্দরের পশ্চাদভূমি বলা হয়। যেমন– চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরের পশ্চাদভূমি সমগ্র বাংলাদেশ।

খ একটি আদর্শ পোতাশ্রয় একটি আদর্শ বন্দরের পূর্বশর্ত।

মাল বোঝাই বা খালাসের পূর্বে জাহাজকে অপেক্ষা করতে হয়। পোতাশ্রয় ব্যতীত উন্মুক্ত সমুদ্রে অপেক্ষা করা জাহাজগুলোর জন্য বিপজ্জনক। এছাড়া জাহাজের মেরামতের কাজ সব সময় থাকেই। পোতাশ্রয়ে জাহাজ মেরামতের ব্যবস্থা থাকে। সমুদ্রে ঝড়-ঝঞ্ঝা স্বাভাবিক। এসময় পোতাশ্রয় জাহাজগুলোর নিরাপত্তা দিয়ে থাকে। এ কারণে পোতাশ্রয় ব্যতীত বন্দরের কথা চিন্তাও করা যায় না।

গ রসুলপুর গ্রামে সড়ক ও জনপথ বিভাগ কর্তৃক নির্মিত সড়কপথটি কৃষি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষিকাজে সময়মতো সার, কীটনাশক, প্রভৃতি কৃষকের হাতে পাওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উক্ত সড়কপথ নির্মিত হওয়ার ফলে রসুলপুর গ্রামের কৃষকগণ এসব সামগ্রী সহজেই হাতে পাচ্ছে। আবার, উক্ত সড়কপথ নির্মিত হওয়ার ফলে উৎপাদিত পণ্য দ্রুত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠিয়ে তারা ন্যায্য দাম পাচ্ছে। এতে দেশের সর্বত্র পণ্যের সুষম বণ্টন ঘটছে। আবার রসুলপুর গ্রামের উদ্বৃত্ত পণ্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠানো এবং এই গ্রামে যে সব কৃষি পণ্যের ঘাটতি রয়েছে তা দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দ্রুত আনয়ন করা যাচ্ছে। ফলে দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা বজায় থাকছে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, সড়ক ও জনপথ কর্তৃক নির্মিত উক্ত সড়কপথটি কৃষি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।

ঘ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মিত সড়কের ফলে রসুলপুর গ্রামের বাসিন্দারা আরও যেসব সুবিধা পেতে পারে তা নিচে আলোচনা করা হলো:

১. **গ্রামের গতিশীলতা:** উক্ত সড়কপথটি নির্মিত হওয়ার ফলে গ্রামের গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে। শ্রমিকেরা সহজে দেশের এক অঞ্চল হতে অন্য অঞ্চলে গমন করতে পারবে। এতে তাদের ন্যায্য মজুরি প্রাপ্তি এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন সম্ভব হবে।

২. **স্বাস্থ্য সুবিধা:** সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান নাগরিকেরাই দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে। উক্ত সড়কপথটি নির্মিত হওয়ার ফলে গ্রামের লোকজন এখন খুব সহজেই জরুরি প্রয়োজনে শহরে গিয়ে উন্নত চিকিৎসা নিতে পারবে।

৩. **গ্রাম ও শহরের মধ্যে সংযোগ স্থাপন:** নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষি দ্রব্যের সবকিছুই গ্রামে উৎপাদিত হয়। আবার শহরে বসবাসকারী লোকের সংখ্যা কম হলেও সেখানে সকল নাগরিক সুবিধা যেমন- শিক্ষা, চিকিৎসা, গবেষণা, বিনোদন, বিপণিবিতান প্রভৃতি বিদ্যমান থাকে। ফলে গ্রাম ও শহরের মধ্যে পণ্যের ও সেবার পারস্পরিক বিনিময় থাকা জরুরি। আর এই বিনিময় কর্মকাণ্ড পরিচালনায় উক্ত সড়কপথটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

৪. **জরুরি অবস্থা মোকাবেলা:** আমাদের দেশ ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণেই প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ। বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ এদেশের নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। কোনো অঞ্চলে হঠাৎ বন্যা, খরা, মহামারি, জলোচ্ছ্বাস দেখা দিলে আক্রান্ত অঞ্চলে দ্রুত খাদ্য, বস্ত্র, বিশুদ্ধ পানি, চিকিৎসা সামগ্রী, উদ্ধারকর্মী জরুরি ভিত্তিতে পাঠানোর প্রয়োজন হয়। উক্ত সড়কপথটি আপদকালীন পরিস্থিতি সাফল্যের সাথে মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, উক্ত সড়কপথটি রসুলপুর গ্রামের সার্বিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে।

প্রশ্ন ▶ ১২ বাংলাদেশের সমুদ্রবন্দর ২টি। যথা-মংলা ও চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর। এই দুই বন্দর দিয়ে প্রতিদিন বিপুল পরিমাণ পণ্য আমদানি ও রপ্তানি হয়, যা দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

◀ শিখনফল-১ ও ২

ক. পচনশীল পণ্য পরিবহনে কার্যকর পথ কোনটি? ১

খ. সমুদ্র পরিবহন কীভাবে উন্নতি লাভ করবে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে ওঠার জন্য কী কী নিয়ামক কাজ করে? ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত পথের অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পচনশীল পণ্য পরিবহনে কার্যকর হলো আকাশপথ।

খ সমুদ্র পরিবহনের জন্য সমুদ্রপথ গড়ে ওঠা জরুরি। শুধু সমুদ্র থাকলেই হবে না। কিছু ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য (যেমন-সমুদ্র তীর গভীর ও আবহাওয়া কুয়াশামুক্ত থাকা,পশ্চাদভূমির অবস্থান) অনুকূল থাকলে সমুদ্রবন্দর গড়ে তোলা যাবে এবং বন্দর গড়ে উঠলেই সমুদ্রপথ উন্নতি লাভ করবে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিবহন ব্যবস্থা হলো সমুদ্রপথ। এ পথ গড়ে ওঠার জন্য বিভিন্ন নিয়ামক কাজ করে। নিম্নে নিয়ামকগুলো ব্যাখ্যা করা হলো:

১. **পোতাশ্রয়:** সমুদ্রপথ গড়ে উঠতে পোতাশ্রয় থাকা প্রয়োজন। পোতাশ্রয় থাকলে ঝড়-ঝাপটা, সমুদ্র ঢেউ প্রভৃতির কবল থেকে জাহাজ রক্ষা পায়। যেমন- কলকাতা বন্দরের পোতাশ্রয়।

২. **উপকূলের গভীরতা:** সমুদ্রপথ গড়ে উঠতে বন্দরের উপকূলস্থ সমুদ্র বেশ গভীর হওয়া প্রয়োজন। এতে সব ধরনের আধুনিক জাহাজ বন্দরে যাতায়াত করতে পারে। যেমন- নিউইয়র্ক বন্দর।

৩. **সুবিস্তৃত সমভূমি:** সমুদ্রপথ গড়ে ওঠার অন্যতম একটি নিয়ামক হলো বন্দরের জাহাজ মেরামত ও জেটি নির্মাণের জন্য সুবিস্তৃত সমভূমি থাকা প্রয়োজন। যেমন- লিসবন বন্দর।

৪. **জলবায়ু:** জলবায়ু সমুদ্রপথ গড়ে উঠতে ভূমিকা পালন করে। বরফ, কুয়াশা প্রভৃতি সমুদ্র যোগাযোগের বাধাস্বরূপ। এরূপ জলবায়ুগত বাধা নেই বলেই বাংলাদেশের সমুদ্র যোগাযোগ মংলা ও চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরের মাধ্যমে প্রসার লাভ করেছে।

সুতরাং পোতাশ্রয়, উপকূলের গভীরতা, সুবিস্তৃত সমভূমি এবং জলবায়ু সমুদ্রপথ গড়ে উঠতে সহায়তা করে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত সমুদ্রপথের অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে মংলা ও চট্টগ্রাম সমুদ্রপথ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে দেশের মোট আমদানির প্রায় ৮৫ শতাংশ এবং রপ্তানির ৮০ শতাংশ বাণিজ্য সম্পন্ন হয়। মংলা বন্দর দিয়ে মোট রপ্তানির প্রায় ১৩ শতাংশ এবং আমদানির প্রায় ৮ শতাংশ বাণিজ্য সম্পন্ন হয়। (সূত্র:বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৭)

চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্রবন্দরের মাধ্যমে শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি লেনদেনের কাজ সম্পাদিত হয়। এই বন্দরগুলোতে প্রশাসনিক এবং পরিচালনার কাজে বহুলোক নিয়োজিত রয়েছে। এতে বহু মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। এই সমুদ্রবন্দরগুলোকে কেন্দ্র করে এ অঞ্চলে বহু শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে। দেশের খাদ্য ঘাটতি পূরণের জন্য এ বন্দরগুলোর মাধ্যমে বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানি করা হয়। চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে পাট ও পাটজাত দ্রব্য, তৈরি পোশাক, চা, চামড়া প্রভৃতি রপ্তানি করা হয়। মংলা সমুদ্রবন্দরের মাধ্যমে চিংড়ি, হিমায়িত খাদ্য প্রভৃতি বেশকিছু পণ্য বিদেশে রপ্তানি করা হয়।

সর্বোপরি বলা যায়, দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য তথা সামগ্রিক অর্থনীতিতে সমুদ্র বন্দরগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। এসব বন্দরের মাধ্যমে সরকারের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ রাজস্বও আয় হয়।

প্রশ্ন ▶ ১৩ ঢাকার শ্যামবাজারের ব্যবসায়ী রুবেল। প্রতি সপ্তাহে তিনি বরিশাল থেকে চাল আনান। তিনি এজন্য একটি বিশেষ ধরনের পথ ব্যবহার করেন। এ পথ ব্যবহার করায় তার সময় একটু বেশি লাগলেও পরিবহন খরচ বেশ কম পড়ে। *◀ শিখনফল-১ ও ২*

ক. বাংলাদেশে কয়টি সমুদ্রবন্দর রয়েছে? ১

খ. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলতে কী বোঝ? ২

গ. রুবেল চাল পরিবহনের জন্য যেপথ ব্যবহার করেন তা গড়ে ওঠার কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ভারী পণ্য পরিবহনের জন্য রুবেলের ব্যবহৃত পথটিই উপযুক্ত— তোমার মতামতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে ২টি সমুদ্রবন্দর রয়েছে।

খ কোনো দেশের অভ্যন্তরে পণ্য বিক্রির জন্য এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে; উৎপাদনকারী থেকে পাইকারি ব্যবসায়ী এবং তাদের কাছ থেকে খুচরা ব্যবসায়ীর মাধ্যমে অবশেষে ভোক্তার কাছে পৌঁছা পর্যন্ত সামগ্রিক ব্যবস্থাপনাকে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলে।

গ রুবেল চাল পরিবহনের জন্য যে পথ ব্যবহার করে সেটি হলো নৌপথ।

নদীমাতৃক বাংলাদেশের সর্বত্র নৌপথ জালের মতো ছড়িয়ে আছে। অসংখ্য নদী ও খালবিলের সমন্বয়ে গঠিত প্রায় ৮,৪০০ কি.মি. দীর্ঘ অভ্যন্তরীণ নাব্য জলপথ রয়েছে। তার মধ্যে ৫,৪০০ কি.মি. সচরাচর নৌচলাচলের উপযুক্ত থাকে। অবশিষ্ট ৩,০০০ কি.মি. শুধু বর্ষাকালে ব্যবহার করা হয়।

স্বাভাবিকভাবে নদীপূর্ণ অঞ্চলে বেশি ব্রীজ, কালভার্ট নির্মাণে খরচ বেশি হয়। এজন্য সড়ক ও রেল যোগাযোগ গড়ে ওঠে না। এ কারণে বাংলাদেশে নদীপথ উন্নতি লাভ করেছে। এছাড়াও নিম্নভূমি অঞ্চল সহজেই বন্যা কবলিত হয় বলে বাংলাদেশে নদীপথ গড়ে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপকে রুবেলের ব্যবহৃত পথটি নদীপথ।

বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার সবচেয়ে সহজ ও স্বল্প খরচের পথ হলো নৌপথ। বাংলাদেশের বেশির ভাগ বাণিজ্য এ পথেই সংঘটিত হয়ে থাকে।

ভারী পণ্য পরিবহনে রুবেলের ব্যবহৃত পথটিই সঠিক পথ। নিচে তা বিশ্লেষণ করা হলো:

i. সড়কপথ ও বিমানপথে ভারী পণ্য ওঠানো-নামানোর ক্ষেত্রে বেশ অসুবিধার সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে নৌপথ ব্যবহারই সুবিধাজনক।

ii. অন্যান্য পথের তুলনায় নদীপথে অধিক পণ্য পরিবহন করা যায়। তাই অধিক মালামাল পরিবহনে এ পথ বেশ কার্যকর।

iii. বাংলাদেশে অনেক নদীবন্দর রয়েছে। ফলে পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে তেমন কোনো অসুবিধা হয় না।

iv. বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলেই ছোট-বড় নদী রয়েছে। তাই অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য পরিচালনার জন্য এ পথ বেশ কার্যকর।

v. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অধিক পণ্য পরিবহন করতে হয়। কাজেই একসাথে অধিক পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে নৌপথের ভূমিকা অপরিসীম।

vi. অধিক মালামাল নিরাপদে পরিবহনের ক্ষেত্রে নৌপথের কোনো বিকল্প নেই। কারণ অন্য পথের তুলনায় এ পথে দুর্ঘটনা তুলনামূলকভাবে কম।

vii. অন্যান্য পথের তুলনায় নৌপথে মালামাল পরিবহনে খরচ অনেক কম পড়ে। তাই পণ্য পরিবহনে এ পথ ব্যবহার বেশ সুবিধাজনক।

পরিশেষে বলা যায়, ভারী পণ্য পরিবহনে রুবেলের ব্যবহৃত পথটিই সঠিক পথ।

প্রশ্ন ▶ ১৪ জামান সাহেব এবং কালাম সাহেব দু'জই দুটি ভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক। জামান সাহেবের শিল্প প্রতিষ্ঠানটি ময়মনসিংহ এবং কালাম সাহেবের শিল্প প্রতিষ্ঠানটি চট্টগ্রামে অবস্থিত হওয়ায় আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্য আনা নেয়ার ক্ষেত্রে দু'জনে দু'রকম সুবিধা ভোগ করেন। *◀ শিখনফল-২ ও ৪ [জামালপুর জিলা স্কুল]*

ক. জাতীয় দুর্যোগের সময় কোন পথ বেশি উপযোগী? ১

খ. 'উন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. বিদেশ থেকে কাঁচামাল সংগ্রহের ক্ষেত্রে জামান সাহেবের প্রতিষ্ঠানটি কতটুকু সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে কোন প্রতিষ্ঠানটি বেশি সুবিধা পাবে বলে তুমি মনে করো? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতীয় দুর্যোগের সময় আকাশপথ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

খ পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের মধ্যমে একটি দেশের, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক, রাজনৈতিক, কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়।

একটি দেশের শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল, শক্তিসম্পদ আনা-নেয়া এবং শিল্পে উৎপাদিত পণ্যদ্রব্য রপ্তনি করার জন্য উন্নত পরিবহন ও

যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রয়োজন। এসব শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কারণেই অন্যান্য দেশের সাথে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। অর্থাৎ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হয়।
তাই বলা যায়, উন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির পূর্বশর্ত।

গ জামান সাহেবের শিল্প প্রতিষ্ঠানটি তেমন সুবিধাজনক অবস্থানে নেই। কারণ তার প্রতিষ্ঠানটি ময়মনসিংহ জেলায় অবস্থিত। ভৌগোলিক দিক দিয়ে বিবেচনা করলে দেখা যায়, এ জেলার সাথে অন্য জেলার সড়কপথের ভালো সংযোগ রয়েছে। তার প্রতিষ্ঠানে যে কাঁচামাল লাগে এগুলো আমদানি করা হয় এবং আমদানিকৃত কাঁচামাল প্রথমে চট্টগ্রাম বন্দরে আসে এবং সেখান থেকে সড়ক পথে ও নৌপথের মাধ্যমে ময়মনসিংহে আসে। যেহেতু প্রতিষ্ঠানটি চট্টগ্রাম থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। সেহেতু তার প্রতিষ্ঠানের কাঁচামাল আনার জন্য অতিরিক্ত পরিবহন ভাড়া দিতে হয়। আবার উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীও রপ্তানি করতে একই পন্থা অবলম্বন করতে হয়। এ কারণে জামান সাহেবের প্রতিষ্ঠানটি সুবিধাজনক অবস্থানে নেই বললেই চলে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লেখিত জামান সাহেবের প্রতিষ্ঠানটি ময়মনসিংহ জেলায় এবং কালাম সাহেবের প্রতিষ্ঠানটি চট্টগ্রাম জেলায় অবস্থিত। উক্ত প্রতিষ্ঠান দুটির উৎপাদিত পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে কালাম সাহেবের প্রতিষ্ঠানটি বেশি সুবিধা পাবে। পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে যেতে হয়। পরিবহন খরচ যোগ হওয়ায় ময়মনসিংহ জেলার প্রতিষ্ঠান থেকে উৎপাদিত দ্রব্য বেশি মূল্যে রপ্তানি করতে হয়। কিন্তু চট্টগ্রামের প্রতিষ্ঠানটি থেকে উৎপাদিত দ্রব্য রপ্তানির ক্ষেত্রে এই অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয় না। সুতরাং বলা যায়, চট্টগ্রামের প্রতিষ্ঠানটি থেকে উৎপন্ন দ্রব্য রপ্তানির ক্ষেত্রে ময়মনসিংহ জেলায় উৎপাদিত পণ্য রপ্তানির তুলনায় বেশি সুবিধাজনক।

প্রশ্ন ▶১৫

◀ শিখনফল-৪

ক. বাণিজ্য কাকে বলে? ১
খ. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলতে কী বুঝ? ২
গ. বাংলাদেশের i নং বানিজ্যের বর্ণনা দাও। ৩
ঘ. ii নং বাণিজ্যের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষের অভাব ও চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্য পণ্যদ্রব্য ক্রয় বিক্রয় এবং এর আনুষঙ্গিক কার্যাবলি হচ্ছে বাণিজ্য।

খ দেশের অভ্যন্তরে সাধারণত গ্রাম বা গ্রামের হাট থেকে কাঁচামাল, খাদ্য-শস্য সংগ্রহ করা এবং উৎপাদিত শিল্পদ্রব্য জেলা সদর, গঞ্জ, হাটের মাধ্যমে বণ্টন করাই অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে উৎপাদন (Production) থেকে ভোগ (Consumption) পর্যন্ত প্রণ্যের আদান-প্রদান দেশের অভ্যন্তরেই হয়ে থাকে। যেমন– বাংলাদেশে মরুগির ডিমের বাণিজ্য। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে একটি দেশের চাহিদা ও যোগানের সমন্বয় ঘটে।

গ ছকের (i) নং হলো আমদানি বাণিজ্য। দেশের চাহিদা পূরণে অন্য দেশ থেকে পণ্য সামগ্রী ক্রয় করাকে আমদানি বাণিজ্য বলে। বাংলাদেশ আমদানি নির্ভর একটি দেশ।

বাংলাদেশের আমদানি ক্ষেত্রে চীন এর অবস্থান শীর্ষে। বাংলাদেশের আমদানি দ্রব্যের মধ্যে কলকারখানার যন্ত্রপাতি, লৌহ ইস্পাত, পেট্রোল, সিমেন্ট, রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি শিল্পজাত দ্রব্য উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও প্রতি বছর বিদেশ থেকে প্রচুর খাদ্যশস্য আমদানি করে। আন্যান্য আমদানি দ্রব্যের মধ্যে চাল, গম, ভোজ্যতেল, বিভিন্ন প্রকার তেলবীজ, চিনি, সার, ডিজেল, তুলা, সুতা ও সুতিবস্ত্র, পশমবস্ত্র, সিল্কের কাপড়, বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম, স্লিপার, কৃষি যন্ত্রপাতি, সিগারেট, শিশুখাদ্য, কাচের দ্রব্য, টায়ার ড্রাইসেল ব্যাটারি, বৈদ্যুদিত বাল্ব, মোটরগাড়ি, টেলিভিশন, রেফ্রিজারেটর, গ্রামোফোন, খুচরা যন্ত্রপাতি প্রভৃতি উল্লেযোগ্য।

ঘ ছক (ii) এ রপ্তানি বাণিজ্যের কথা বলা হয়েছে।

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। বিশ্বের অপরাপর উন্নয়নশীল দেশের মতো এদেশকেও উন্নতির ধাপগুলো অতিক্রম করতে রপ্তানি বাণিজ্যের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে।
সময়ের সাথে সাথে শিল্পের প্রসার ঘটায় কৃষি পণ্যের পাশাপাশি শিল্পদ্রব্যের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। একবিংশ শতাব্দীতে এসে তৈরি পোশাকের পাশাপাশি নিটওয়্যার, প্লাস্টিক সামগ্রী, জুতা, সিরামিক সামগ্রী এমনকি ওষুধও রপ্তানি করা হয়। এসবই রপ্তানিযোগ্য। রপ্তানিযোগ্য পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকারের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। হিমায়িত মাছ, শুঁটকি, পোশাক শিল্প, চামড়াজাত পণ্য, হস্তশিল্প ইত্যাদি রপ্তানিযোগ্য পণ্য থেকে প্রতিবছর রপ্তানি শুল্ক আদায়ের মাধ্যমে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণে পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি করা হয়। এছাড়া রপ্তানি দ্রব্যের অধিকাংশেরই কাঁচামাল কৃষি থেকে আসে। রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারলে দেশের অর্থ দেশেই থাকবে এবং খাদ্য ঘাটতি মোকাবিলা করা যাবে। রপ্তানিজাত পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে বিভিন্ন দেশে রপ্তানির লক্ষ্যে সরকার অবাধ বাণিজ্য নীতির সুফল পাবে। অবাধ বাণিজ্য নীতির কারণে উৎপাদিত পণ্য দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা সম্ভব। ফলে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য রপ্তানিযোগ্য পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির গুরুত্ব অপরিসীম। এদেশ রপ্তানি পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে পূর্বের তুলনায় অধিক বৈদেশিক মুদ্রার্জন করছে।

প্রশ্ন ▶১৬ চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর তীরে বন্দর গড়ে উঠেছে। লিপি প্রতিদিন বিকেলে তার বাবার সাথে নদীটির তীরে হাঁটে এবং বন্দরের কাজকর্ম লক্ষ করে। লিপি তার বাবার কাছে সমুদ্রপথ গড়ে ওঠার ভৌগোলিক কারণ জানতে চায়। *◀ শিখনফল-৪ [সকল বোর্ড-২০১৬]*

ক. বাণিজ্য কাকে বলে? ১
খ. পরিবহন বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পথ গড়ে ওঠার ভৌগোলিক কারণগুলো ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে লিপির দেখা বন্দরটির অবদান বিশ্লেষণ করো। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষের অভাব ও চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় এবং এর আনুষঙ্গিক কার্যাবলিকে বলা হয় বাণিজ্য। যেমন– বিশ্বব্যাপী চালের বাণিজ্য।

খ পরিবহন বলতে বিভিন্ন স্থানে যোগাযোগের এবং মালপত্র ও লোক চলাচলের মাধ্যমকে বোঝায়।

পরিবহন ব্যবস্থা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে যেমন– জল, স্থল এবং আকাশপথ। যেকোনো ধরনের পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে ওঠার জন্য

অনুকূল ভৌগোলিক অবস্থা প্রয়োজন। যেমন– নদী, খাল-বিল অনেক বেশি থাকায় বরিশালে জলপথের প্রাধান্য রয়েছে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত পথটি হচ্ছে সমুদ্রপথ। সমুদ্রপথ গড়ে তোলার জন্য প্রথমত সমুদ্রবন্দর নির্মাণ করতে হয়। যেমন– বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর। এ প্রেক্ষিতে সমুদ্রপথ গড়ে ওঠার ভৌগোলিক কারণগুলো হলো:

পোতাশ্রয় : পোতাশ্রয় থাকলে ঝড়-ঝাপটা, সমুদ্রের ঢেউ প্রভৃতির কবল থেকে জাহাজ রক্ষা পায়।

উপকূলের গভীরতা : বন্দরে উপকূলস্থ সমুদ্র বেশ গভীর হওয়া বাঞ্ছনীয়। এতে সব ধরনের আধুনিক জাহাজ বন্দরে চলাচল করতে পারে।

সুবিস্তৃত সমভূমি : বন্দরের জাহাজ মেরামত ও জেটি নির্মাণের জন্য সুবিস্তৃত সমভূমি থাকা প্রয়োজন।

জলবায়ু: বরফ, কুয়াশা প্রভৃতি সমুদ্র যোগাযোগের বাধাস্বরূপ।

বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও মংলায় উপরিউক্ত ভৌগোলিক অনুকূল অবস্থা বিরাজ করে বলেই বাংলাদেশ সমুদ্রপথে বিশ্ব বাণিজ্যে যুক্ত। সুতরাং, সমুদ্রপথ গড়ে ওঠার জন্য ভৌগোলিক কারণগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ঘ লিপির দেখা বন্দরটি হচ্ছে কর্ণফুলী নদীর তীরে গড়ে ওঠা চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর।

বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর। বাংলাদেশের মোট আমদানির প্রায় ৮৫ শতাংশ এবং রপ্তানির ৮০ শতাংশ বাণিজ্য হয় এই বন্দর দিয়ে (সূত্র: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুযায়ী ২০১৭)। বর্তমানে এদেশে শতকরা প্রায় ৮২.০১ ভাগ (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুযায়ী ২০১৫-২০১৬ সালে) আয় হচ্ছে তৈরি পোশাক ও নিটওয়্যার থেকে এবং দিন দিন কৃষিপণ্য রপ্তানির পরিমাণ কমে যাওয়ায় আমদানি বাড়ছে। খাদ্যশস্য ও শিল্পজাত দ্রব্য আমদানি করতে হচ্ছে অধিক পরিমাণে। আর এ সকল বাণিজ্যের অধিকাংশই সম্পন্ন হয় চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর দিয়ে। এ বন্দর দিয়ে চীন, ভারত, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, হংকং, তাইওয়ান প্রভৃতি দেশ থেকে পণ্য আমদানি এবং জার্মানি, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, কানাডা, ইতালি প্রভৃতি দেশে পণ্য রপ্তানি হয়ে থাকে।

তাই বলা যায়, বৈদেশিক বাণিজ্যে চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

প্রশ্ন ▶১৭ জনাব আলম সাহেব লেখাপড়া শেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের প্রবাসী বন্ধু জয়নাল আবেদীনের সাথে ব্যবসা শুরু করেন। গত এক বছরে বাংলাদেশি পণ্য রপ্তানি করে তিনি প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করেন। আবার তার প্রয়োজনে তিনি বিদেশ থেকে বিভিন্ন পণ্য আমদানি করেন।

◀ শিখনফল-৫ [ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ]

ক. বাণিজ্য কী? ১

খ. বাণিজ্যের প্রয়োজন হয় কেন? ২

গ. জনাব আলম সাহেবের মতো ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশের কোন কোন পণ্য আমদানি ও রপ্তানি করেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপক অনুসারে বাংলাদেশ কীভাবে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য পরিচালনা করে? বিশ্লেষণ করো। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষের অভাব ও চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে পণ্যদ্রব্য ক্রয় বিক্রয় এবং এর আনুষঙ্গিক কার্যাবলি হচ্ছে বাণিজ্য।

খ বিশ্বের কোনো দেশই সকল সম্পদে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। আমাদের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো একই স্থানে উৎপাদন বা তৈরি হয় না যার ফলে পণ্যগুলো বণ্টনের প্রয়োজন দেখা দেয়, তখনই বাণিজ্যের প্রয়োজন হয়। যেমন– বাংলাদেশে প্রচুর পাট উৎপন্ন হয়। কাঁচা পাট ও পাটজাত দ্রব্যাদি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে (যেমন– ইতালি, যুক্তরাজ্য) প্রেরণের জন্য বাংলাদেশ রপ্তানি বাণিজ্যে অংশ নেয়।

গ জনাব আলম সাহেবের মতো ব্যবসায়ীরা বৈদেশিক বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করেন। তারা বাংলাদেশে বিভিন্ন পণ্য আমদানি আবার প্রয়োজনে রপ্তানি করেন। বাংলাদেশে বর্তমানে শ্রমনির্ভর শিল্পের উৎপাদিত দ্রব্যাদির (যেমন– তৈরি পোশাক) রপ্তানি উপযোগিতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের সর্ববৃহৎ গন্তব্যস্থল। বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি পণ্যসমূহ হচ্ছে—

প্রাথমিক পণ্য: হিমায়িত খাদ্য, কৃষিজাত পণ্য।

শিল্পজাত পণ্য: তৈরি পোশাক, নিটওয়্যার, রাসায়নিক দ্রব্য, প্লাস্টিক সামগ্রী, চামড়া, চামড়াজাত পণ্য, হস্তশিল্প, পাট ও পাটজাত পণ্য, হোম টেক্সটাইল, পাদুকা, সিরামিকসামগ্রী, প্রকৌশল দ্রব্যাদি।

বাংলাদেশের আমদানি ক্ষেত্রে চীন এর অবস্থান শীর্ষে। বাংলাদেশের প্রধান আমদানি পণ্যসমূহ হচ্ছে।

প্রধান প্রাথমিক দ্রব্যসমূহ: চাল, গম, তেলবীজ, অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম, তুলা।

প্রধান শিল্পজাত পণ্যসমূহ: ভোজ্যতেল, সার, ক্লিংকার, স্টেপল, ফাইবার, সুতা।

ঘ পৃথিবীর কোনো দেশই সকল সম্পদে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। বিভিন্ন দেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রটোকল মেনে তাদের জনগণের চাহিদা অনুসারে পণ্য আমদানি এবং উদ্বৃত্ত পণ্য অন্য দেশে রপ্তানি করে থাকে। একে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য বলে।

বাংলাদেশ বিভিন্ন দেশ থেকে চাল (ভারত থেকে), গম (যেমন– রাশিয়া, ইউক্রেন, কানাডা), ভোজ্যতেল (যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল), সুতা (চীন, জাপান, ভারত), পেট্রোলিয়াম (সৌদি আরব, কুয়েত), শিল্পসামগ্রী (চীন, যুক্তরাষ্ট্র), ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি (চীন) আমদানি করে এবং বিভিন্ন দেশে তৈরি পোশাক, কৃষিজাত পণ্য (যুক্তরাজ্য), চা (যুক্তরাজ্য), চামড়া (জার্মান), সিরামিক সামগ্রী (যুক্তরাজ্য), হিমায়িত খাদ্য (যুক্তরাজ্য), কাঁচাপাট ও পাটজাত পণ্য (ইতালি) ইত্যাদি রপ্তানি করে।

এভাবে বাংলাদেশ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে পারস্পরিক আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য পরিচালনা করে।

সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

প্রশ্ন ▶১৮ ব্যবসায়ী দুই বন্ধুর মধ্যে কথোপকথন হচ্ছিল। প্রথম বন্ধু বললেন যে, সে দেশের সীমা ছাড়িয়ে অন্য দেশের সাথে ব্যবসা করে। দ্রুত পচনশীল পণ্য আনা-নেওয়ার জন্য তিনি একটি বিশেষ পথ ব্যবহার করেন। দ্বিতীয় বন্ধু বললেন যে, তিনি দেশের মধ্যেই ব্যবসা করেন।

ভারী দ্রব্য পরিবহনের জন্য তিনি বিশেষ পথ ব্যবহার করেন। মাঝে মাঝে তিনি বাংলাদেশের সবচেয়ে সুলভ ব্যবস্থায় পণ্য পরিবহন করেন। তবে সারাবছর এই পথ ব্যবহার করা যায় না।

◀ *শিখনফল-১ ও ২ [মাতৃপীঠ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চাঁদপুর]*

ক. বাণিজ্য কাকে বলে? ১

খ. বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য নদীবন্দরগুলো কী কী— উল্লেখ কর। ২

গ. প্রথম বন্ধুর নির্দেশিত পথ কোনটি? বাংলাদেশের মানচিত্রে একে পথটি চিহ্নিত কর। ৩

ঘ. দ্বিতীয় বন্ধুর উল্লেখিত পথ দুটির মধ্যে কোনটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ— বিশ্লেষণ কর। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষের অভাব ও চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় এবং এর আনুষঙ্গিক কার্যাবলিকে বলা হয় বাণিজ্য। যেমন— বিশ্বব্যাপী চালের বাণিজ্য।

খ বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য নদীবন্দরগুলো হলো নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর, মুন্সিগঞ্জ, আরিচা, গোয়ালন্দ, ঢাকা, খুলনা, ঝালকাঠি, বরিশাল, মাদারিপুর, আশুগঞ্জ, ভৈরববাজার, মোহনগঞ্জ, আজমিরীগঞ্জ ইত্যাদি।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ মানচিত্রে বাংলাদেশের আকাশপথ চিহ্নিত করো।

ঘ নদী ও সড়কপথের মধ্যে বাংরাদেশে কোন পথ অধিক গুরুত্বপূর্ণ? মতামত দাও।

প্রশ্ন ▶১৯

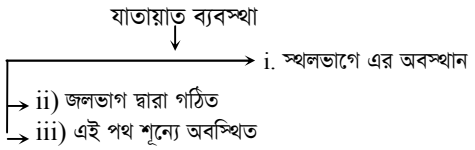

◀ *শিখনফল-১ ও ২ [বি এ এফ শাহীন কলেজ চট্টগ্রাম]*

ক. যাতায়াত ব্যবস্থা কাকে বলে? ১

খ. সড়কপথের ক্ষেত্রে মৃত্তিকার গঠনের ভূমিকা বর্ণনা কর। ২

গ. 'ii' নং পথের বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকে কোন যাতায়াত ব্যবস্থা সর্বাধিক সুবিধাজনক বিশ্লেষণ কর। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিভিন্ন স্থানে যোগাযোগের মাধ্যম এবং মালপত্র ও লোক চলাচরের মাধ্যমকে যাতায়াত ব্যবস্থা বলে।

খ সমতলভূমি সড়কপথ গড়ে ওঠার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। মৃত্তিকার বুনন যদি স্থায়ী বা মজবুত হয় তবে বৃষ্টিতে কম ক্ষয় হয়। শক্ত মৃত্তিকার উপর সড়কপথ গড়ে উঠলে তা স্থায়ী হয়। সুতরাং সগকপথ গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে মৃত্তিকার গঠনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ নৌপথের বর্ণনা দাও।

ঘ বাংলাদেশে সড়কপথ সর্বাধিক সুবিধাজনক— বিশ্লেষণ করো।

প্রশ্ন ▶২০ রাজশাহীর মাসুদ তার বন্ধুর বাড়ি বরিশালে বেড়াতে গিয়ে জানতে পারল, ঐ অঞ্চলে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবহন ব্যবস্থা একেবারেই নেই। সেটি তার এলাকায় বেশ উন্নতি লাভ করেছে।

◀ *শিখনফল-১, ২ [গাইবান্ধা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]*

ক. বাংলাদেশের সমুদ্রবন্দর কয়টি ও কী কী? ১

খ. পচনশীল দ্রব্য পরিবহনে কোন পথটি অধিক সুবিধাজনক? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. মাসুদের এলাকায় পরিবহন ব্যবস্থাটি গড়ে ওঠার কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তার বন্ধুর এলাকার প্রধান যোগাযোগ ব্যবস্থার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের সমুদ্রবন্দর ২টি। যেমন— চট্টগ্রাম ও মংলা। (বর্তমানে পায়রাকে সমুদ্রবন্দর হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। ফলে বর্তমানে সমুদ্রবন্দর ৩টি)।

খ পচনশীল দ্রব্য পরিবহনে আকাশপথ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সাধারণত দ্রুত পচনশীল পণ্য যেমন— শাকসবজি, বিভিন্ন ফল পরিবহনে এবং মাছ, গোশত প্রভৃতি অতি দ্রুত একস্থান হতে অনস্থানে প্রেরণ করতে হয়। আর এসব পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে অন্যান্য প্রেরণপথ অপেক্ষা আকাশপথ অধিক উপযোগী। এক্ষেত্রে সময় কম লাগে। ফলে পচনের হাত থেকে পণ্যদ্রব্যকে রক্ষা করা সম্ভব হয়।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ রাজশাহীতে রেলপথ গড়ে ওঠার কারণ ব্যাখ্যা করো।

ঘ নৌ যোগাযোগের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো।

প্রশ্ন ▶২১ **দৃশকল্প-১:** ঈদের ছুটিতে টুম্পা সদরঘাট হয়ে বরিশাল তার গ্রামের বাড়ি গেল।

দৃশ্যকল্প-২: রহমান সাহেব একজন শিল্পপতি। আজ দেশের বাইরে থেকে তার কারখানার বিভিন্ন যন্ত্রপাতি চট্টগ্রাম বন্দরে এসে ভিড়েছে।

◀ *শিখনফল- ১ ও ২ [বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ, চট্টগ্রাম]*

ক. রপ্তানি বাণিজ্যের কত শতাংশ চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে হয়? ১

খ. বাংলাদেশের দক্ষিণাংশে রেলপথ কম কেন? ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এর বৈশিষ্ট্যাবলি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বৈদেশিক বাণিজ্যে দৃশ্যকল্প-২ এ বর্ণিত বন্দরের গুরুত্ব অপরিসীম। উক্তির সপক্ষে তোমার মতামত দাও। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের ৮০ শতাংশ চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে হয়।

খ উঁচু-নিচু ও বন্ধুর ভূপ্রকৃতির ভূমিরূপের জন্য বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে রেলপথ নির্মাণ অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও কষ্টসাধ্য। অন্যদিকে মৃত্তিকার বুনন যথেষ্ট মজবুত না হওয়ায় এবং নদী ও জলাশয়ের পরিমাণ বেশি হওয়ায় বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে রেলপথ গড়ে ওঠেনি।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ নৌপথের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো।

ঘ বৈদেশিক বাণিজ্যে চট্টগ্রাম বন্দরের গুরুত্ব বশ্লেষণ করো।

প্রশ্ন ▶২২ আরমান সিলেটের হাওড় এলাকায় বাস করে। নারায়ণগঞ্জের পাটকলগুলোতে সে কাঁচা পাট সরবরাহ করে। কষ্টসাধ্য হলেও দ্রুত পরিবহনের জন্য সে নৌপথ ব্যবহার না করে অন্য পথ অবলম্বন করে। *◀ শিখনফল-১*

ক. বাংলাদেশের সড়কপথের বিন্যাস কীসের ওপর নির্ভর করে? ১
খ. বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, বরিশাল অঞ্চলে কেন রেলপথ গড়ে ওঠেনি? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. আরমান উৎপাদিত কাঁচামাল দ্রুত পরিবহনে কোন পথ ব্যবহার করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. আরমানের ব্যবহৃত পথের বিভিন্ন সুবিধাসমূহ বিশ্লেষণ করো। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের সড়কপথের বিন্যাস নদীর উপর নির্ভর করে।

খ বরিশাল, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি অঞ্চলে রেলপথ নেই। বরিশাল নদীবহুল হওয়ায় সেখানে রেলপথ করা সম্ভব হয়নি। রাঙ্গামাটি, বান্দরবান জেলায় উঁচু-নিচু ও বন্ধুর প্রকৃতির ভূমিরূপের জন্য রেলপথ ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ দ্রুত পণ্য পরিবহনে সড়কপথের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো।

ঘ বাংলাদেশের সড়কপথের সুবিধাসমূহ বিশ্লেষণ করো।

প্রশ্ন ▶২৩ 'ভূগোল ও পরিবেশ' বিভাগের শিক্ষার্থীরা তাদের চতুর্থ বর্ষের রিপোর্টের কাজে ট্রেনে করে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম গেল। কিন্তু চট্টগ্রাম থেকে রাঙামাটি যাওয়ার সময় তারা বাস ব্যবহার করল। *◀ শিখনফল-২*

ক. বাংলাদেশের প্রধান আমদানি দ্রব্যসমূহ কী কী? ১
খ. বাজার ব্যবস্থার উন্নতির জন্য সড়কপথ প্রয়োজন কেন? ২
গ. শিক্ষার্থীরা চট্টগ্রাম যাওয়ার সময় যে মাধ্যম ব্যবহার করে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. রাঙামাটি যাওয়ার মাধ্যমটি সম্পর্কে বিশ্লেষণ করো। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক চাল, গম, তেলবীজ, তুলা প্রভৃতি বাংলাদেশের প্রধান আমদানি দ্রব্য।

খ উৎপাদিত কৃষিপণ্য বন্টন ও দ্রুত যোগাযোগে সড়কপথ গুরুত্বপূর্ণ। রেলপথ বা রেল যোগাযোগ সবস্থানে সম্ভব হয় না। তাই বাজার ব্যবস্থার উন্নতির জন্য সড়কপথ থাকা প্রয়োজন।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ রেলপথ ব্যাখ্যা করো।

ঘ সড়কপথ বিশ্লেষণ করো।

প্রশ্ন ▶২৪

যাতায়াত ব্যবস্থা	অনুকূল অবস্থা
ক	সমতল ভূমি
খ	নদীর অবস্থান

◀ শিখনফল- ১ ও ৩

ক. মিটারগেজ রেলপথের প্রস্থ কত? ১
খ. দেশের দক্ষিণাঞ্চলে নদীপথের উন্নতির কারণ ব্যাখ্যা করো। ২
গ. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে 'ক' যাতায়াত ব্যবস্থার ভূমিকা লেখো। ৩
ঘ. 'খ' পথে দুর্ঘটনা এড়াতে তোমার করণীয় বিশ্লেষণ করো। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মিটারগেজ রেলপথের প্রস্থ ১ মিটার

খ নদীপথ বাংলাদেশের সুলভ পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থা।
বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলে অসংখ্য নদ-নদী জালের ন্যায় ছড়িয়ে আছে। ফলে এই অঞ্চলে রাস্তা-ঘাট বা রেলপথ তৈরি করতে হলে প্রচুর ছোট-বড় সেতু, কালভার্ট প্রভৃতি তৈরি করা প্রয়োজন যা যথেষ্ট ব্যয়বহুল। এ কারণে আমাদের দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে উন্নত সড়ক ও রেল যোগাযোগ গড়ে উঠেনি বরং স্বল্প ব্যয়ের নৌপথভিত্তিক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতি লাভ করেছে।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সড়কপথের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো।

ঘ নৌপথে দুর্ঘটনা রোধে সচেতনতাই মুখ্য– ব্যাখ্যা করো।

প্রশ্ন ▶২৫ নীরব বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে একটি জেলায় বাস করে। সেখানে প্রচুর পরিমাণে আম উৎপাদিত হয় এবং কাগজ শিল্প রয়েছে। গ্রীষ্মের ছুটিতে নীরব স্কুল থেকে সিলেট, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জসহ আরও কয়েকটি অঞ্চল সফল করার সুযোগ পায়। এসব অঞ্চল ঘুরে জানতে পায় এগুলো আমাদের বিভিন্ন বাণিজ্যিক পণ্য উৎপাদনের সাথে জড়িত। *◀ শিখনফল-১ ও ৫ [বর্ডার গার্ড পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর]*

ক. বাংলাদেশের প্রধান সমুদ্রবন্দর দুটির নাম কী? ১
খ. প্রধান যাতায়াতের জন্য আকাশপথের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ২
গ. নীরবের নিজ এলাকায় কাগজ দেশের সর্বত্র পৌঁছানোর জন্য কোন পথটি ব্যবহার করে-ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. নীরবের সফরকৃত এলাকাগুলোর দ্রব্যাদি আমাদের রপ্তানি বাণিজ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে–মন্তব্যটির যথার্থতা বিশ্লেষণ করো। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের সমুদ্রবন্দর ২টি। যেমন– চট্টগ্রাম ও মংলা। (বর্তমানে পায়রাকে সমুদ্রবন্দর হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। ফলে বর্তমানে সমুদ্রবন্দর ৩টি)।

খ যোগাযোগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে দ্রুততম মাধ্যম আকাশপথ।

আকাশপথ গুরুত্বপূর্ণ কেননা আকাশপথের মাধ্যমে দ্রুত ডাক চলাচল ও পচনশীল দ্রব্য প্রেরণ করা যায়। এছাড়াও যুদ্ধবিগ্রহ, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি জাতীয় দুর্যোগে দুর্গত এলাকার সাহায্যার্থে আকাশপথের ভূমিকা অনেক।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ সড়কপথ দেশের সর্বত্র বিস্তৃত– ব্যাখ্যা করো।

ঘ বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্য আলোচনা করো।

প্রশ্ন ▶২৬ ঘটনা-১: মুরাদ সাহেব একজন ব্যবসায়ী। তিনি পটুয়াখালী থেকে চিংড়ি নিয়ে অস্ট্রেলিয়া রপ্তানি করেন এবং অস্ট্রেলিয়া থেকে গম দেশে আমদানি করেন।
ঘটনা-২: পদ্মা পাড়ের জেলে জমির ট্রলারে করে ধৃত মাছ চাঁদপুর নিয়ে আসেন। এখান থেকে ঢাকাসহ সারাদেশে পাইকারি ও খুচরা ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে মাছ বিক্রি করেন। *◀ শিখনফল-৪*

ক. ব্রডগেজ রেলপথ কত মিটার প্রশস্ত? ১
খ. বরিশালে রেলপথ নেই কেন? ২
গ. ঘটনা-১ এর বাণিজ্য ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ঘটনা-২ এর বাণিজ্য বিশ্লেষণ করো। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্রডগেজ রেলপথ ১.৬৮ মিটার প্রশস্ত।

খ মৃত্তিকার বুনন যথেষ্ট মজবুত না হলে রেলপথ গড়ে ওঠে না। এছাড়া নদী বেশি থাকলে রেলপথ গড়ে তোলাও কঠিন। এ কারণে বরিশালে রেলপথ গড়ে ওঠে নি।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যাখ্যা করো।

ঘ অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বিশ্লেষণ করো।

প্রশ্ন ▶ ২৭ রিফাত একজন মৎস্যজীবী। সে যে চিংড়ি চাষ করে স্থানীয় বাজারে এমনকি বিভিন্ন জেলায় তার চাহিদা রয়েছে। বর্তমানে এটি দেশের বাইরে বিক্রি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা হচ্ছে।

◀ শিখনফল-৪

ক. বাংলাদেশী পণ্যের প্রধান আমদানিকারক দেশ কোনটি? ১

খ. বাংলাদেশে আমদানি ও রপ্তানির মধ্যে ভারসাম্য থাকছে না কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে স্থানীয় বাজার বলতে কি বোঝানো হয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের শেষোক্ত উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশী পণ্যের প্রধান আমদানিকারক দেশ কোনটি যুক্তরাষ্ট্র।

খ বর্তমানে বাংলাদেশের রপ্তানির চেয়ে আমদানি বেশী। আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে কিন্তু মূলধন ও প্রযুক্তিবিদ্যার অভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার সম্ভব হচ্ছে না। ফলে আমদানি ও রপ্তানির মধ্যে ভারসাম্য থাকছে না।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ব্যাখ্যা করো।

ঘ বৈদেশিক বাণিজ্য বর্ণনা করো।

নিজেকে যাচাই করি

সৃজনশীল বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সময়: ৩০ মিনিট; মান ৩০

১. যমুনা নদীর পশ্চিম অংশে কোন ধরনের রেলপথ দেখা যায়?
ক ব্রডগেজ খ ডুয়েলগেজ
গ মিটারগেজ ঘ মাইলগেজ

২. ব্রডগেজ রেলপথের পরিমাণ কত কি.মি.?
ক ৬৫৪ খ ৬৫৯
গ ৬৬৪ ঘ ৬৬৯

৩. যমুনা নদীর পূর্বাংশে কোন ধরনের রেলপথ দেখা যায়?
ক ব্রডগেজ খ ডুয়েলগেজ
গ মিটারগেজ ঘ মাইলগেজ

৪. দেশের বৃহত্তম রেলস্টেশন কোথায়?
ক ঢাকা খ চট্টগ্রাম
গ খুলনা ঘ সিলেট

৫. রেলপথ সংযোগ সাধন করেছে —
i. প্রধান বন্দর ও শহর
ii. বাণিজ্য কেন্দ্র
iii. শিল্প কেন্দ্র
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৬. ভূমি বন্ধুর হলে রেলপথ নির্মাণ —
i. ব্যয়বহুল ii. কষ্ট সাধ্য
iii. ব্যবস্থাপনা খরচ কম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৭. ২০১৩ সালে মোট সড়ক পথের পরিমাণ কত কি.মি.?
ক ১৩২৪৮ খ ২০৯৪৮
গ ২১০৪০ ঘ ২১৪৫৪

৮. সমতল ভূমিতে রেলপথ নির্মাণ করলে —
i. খরচ কম হয়
ii. সহজে নির্মাণ করা যায়
iii. রেলপথ স্থায়ী হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৯. বৈদেশিক বাণিজ্য আকাশ পথে হয় —
i. জরুরি ভিত্তিতে
ii. পচনশীল দ্রব্যের বাণিজ্যে
iii. তৈরি পোশাকের বাণিজ্যে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

১০. বাংলাদেশ কোন দেশ থেকে সবচেয়ে বেশি আমদানি করে?
ক চীন
খ ভারত
গ দক্ষিণ কোরিয়া
ঘ জাপান

১১. বাংলাদেশের ভৌগোলিক গঠন কোন যোগাযোগ মাধ্যমের অনুকূলে?
ক সড়ক খ রেল
গ নৌ ঘ আকাশ

১২. সিলেটে সড়কপথ কম কেন?
ক ঢাল
খ নিম্নভূমি
গ উঁচু-নিচু ভূমিরূপ
ঘ সমতল ভূমি

১৩. বাণিজ্য হলো —
i. মানুষের অভাব ও চাহিদা মেটানো
ii. পণ্য দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়
iii. কাজ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

১৪. বাংলাদেশ কোন দেশে সবচেয়ে বেশি পণ্য রপ্তানি করে?
ক ভারত খ সিঙ্গাপুর
গ যুক্তরাষ্ট্র ঘ চীন

১৫. প্রাকৃতকি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার সম্ভব হচ্ছে না কারণ—
i. মূলধনের অভাব
ii. প্রযুক্তিবিদ্যার অভাব
iii. চাহিদা কম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

১৬. কোন ধরনের ভূমিতে সড়কপথ নির্মাণ করা ব্যয়বহুল?
ক সমতল খ মালভূমি
গ পার্বত্যভূমি
ঘ বদ্বীপ এলাকা

১৭. অভ্যন্তরীণ নাব্য জলপথের পরিমাণ কত কি.মি.?
ক ৬৪০০ খ ৭,৪০০
গ ৮,৪০০ ঘ ৯,৪০০

১৮. ঝড় ও সামুদ্রিক ঢেউ থেকে জাহাজ রক্ষা পায় কী থাকলে?
ক উপকূলের গভীরতা
খ উন্নত বন্দর
গ পোতাশ্রয়
ঘ মজবুত জেটি

১৯. সমুদ্রপথ গড়ে উঠার জন্য প্রয়োজন —
i. দেশের পাশে সমুদ্রের অবস্থান
ii. কিছু ভৌগলিক বৈশিষ্ট্য
iii. নিকটবর্তী বাজার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

২০. ওসমানী বিমানবন্দর কোথায় অবস্থিত?
ক ঢাকা খ চট্টগ্রাম
গ সিলেট ঘ খুলনা

২১. শাহ আমানত বিমান বন্দর কোথায় অবস্থিত?
ক ঢাকা খ চট্টগ্রাম
গ সিলেট ঘ খুলনা

২২. বাণিজ্যের প্রয়োজন দেখা দেয় কখন?
ক পণ্য উৎপাদনে
খ পণ্য বাজারজাতকরণে
গ পণ্য বণ্টনের জন্য
ঘ আমদানি-রপ্তানিতে

২৩. বৈদেশিক বাণিজ্য প্রধানত চলে কোন যোগাযোগ মাধ্যমে?
ক নৌপথ খ সমুদ্র পথ
গ আকাশ পথ ঘ রেলপথ

২৪. মংলা ও চট্টগ্রামে সড়কপথ গড়ে উঠেছে কেন?
ক সমতল ভূমি খ মজবুত মৃত্তিকা
গ কম ঢালযুক্ত স্থান ঘ সমুদ্রের অবস্থান

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ২৫ ও ২৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
মোয়াজ্জেম হোসেন একজন শিল্পপতি। শিল্পের প্রয়োজনে তিনি বিদেশ থেকে বিভিন্ন পণ্য ক্রয় করেন। আবার উৎপাদিত পণ্য বিদেশে পাঠান।

২৫. মোয়াজ্জেম সাহেব কোন পথে বাণিজ্য করেন?
ক নদীপথ খ সমুদ্রপথ
গ সড়কপথ ঘ আকাশ পথ

২৬. মোয়াজ্জেম সাহেবের আয় বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন —
i. পণ্যের মান উন্নয়ন
ii. উৎপাদন ব্যয় হ্রাস
iii. শুল্ক হ্রাস
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৭. বাংলাদেশে এখন কোন ধরনের শিল্পের রপ্তানি উপযোগিতা বৃদ্ধি পাচ্ছে?
ক প্রাকৃতিক গ্যাস নির্ভর
খ শ্রম নির্ভর
গ যন্ত্র ঘ কুটির

২৮. ক্লিংকার কী ধরনের আমদানি পণ্য?
ক প্রাথমিক খ শিল্পজাত
গ মূলধনী ঘ ইপিজেড সহায়ক

২৯. দ্রব্য মূল্যের স্থিতিশীলতা আনায়নে কোনটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে?
ক যোগাযোগ ব্যবস্থা
খ অতিমাত্রায় উৎপাদন
গ ভোগের পরিমাণ কমানো
ঘ সুষ্ঠু বাজারজাতকরণ

৩০. রপ্তানির প্রাথমিক পণ্যসমূহ হলো—
i. হিমায়িত খাদ্য
ii. তৈরি পোশাক
iii. কৃষিজাত পণ্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

সময়: ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

সৃজনশীল রচনামূলক প্রশ্ন

মান-৭০

১.▶ পরিবার পরিজন নিয়ে হেদায়েত সাহেব চট্টগ্রাম থাকেন। তবে যখনই সময় পান বাবা-মাকে দেখার জন্য পৈত্রিক নিবাস ঢাকায় যাতায়াত করেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তিনি কমলাপুর স্টেশনে নেমে সিএনজিযোগে বাসায় যান।

ক. কোন বন্দর বাংলাদেশের প্রবেশদ্বার? ১

খ. বৈদেশিক বাণিজ্য বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পথটি বাংলাদেশে গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে কী কী নিয়ামক কাজ করে? ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পথটির প্রসার ঘটিয়ে যানজট নিরসনের সাথে সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব — তোমার মতামতের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২.▶ আসলাম সাহেব দিনাজপুরের ব্যবসায়ী। তিনি ঢাকায় পণ্য পরিবহনে সড়কপথ ব্যবহার করেন। এতে তার ভাড়া বেশি খরচ হলেও সঠিক সময়ে পণ্য পরিবহন করতে পারেন।

ক. মংলা বন্দর দিয়ে মোট রপ্তানির কত শতাংশ বাণিজ্য হয়? ১

খ. নদীপথে অধিক পণ্য পরিবহন হয় কেন? ২

গ. বাংলাদেশের সকল অঞ্চলে উদ্দীপকে বর্ণিত পথটি কী কারণে গড়া সম্ভব নয়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পথের অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

৩.▶ কারামত আলী একজন সচেতন চাষি। তিনি তার জমিতে পরিমিত মাত্রায় রাসায়নিক সার ব্যবহার করেন। তিনি মনে করেন অধিক পরিমাণ রাসায়নিক সার জমির সার্বিক উৎপাদন বাড়ালেও তা ক্ষতিকর। তবে উৎপাদন বাড়ানোর জন্য তিনি কৃষির আধুনিকায়নের বিকল্প দেখেন না। এ প্রক্ষিতে তিনি মনে করেন কৃষি সহায়ক শিল্পের বিকাশ জরুরি।

ক. কৃষি সহায়ক শিল্প কাকে বলে? ১

খ. বাংলাদেশ সার উৎপাদনে স্বয়ংস্পূর্ণ নয় কেন? ২

গ. কারামত আলীর পরিমিত মাত্রায় ব্যবহৃত উপাদানটি যে শিল্পের সাথে জড়িত তার অবস্থান দেখিয়ে একটি মানচিত্র অঙ্কন করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশে কৃষির আধুনিকায়নে কারামত আলীর চিন্তা বিশ্লেষণ করো। ৪

৪.▶ সিরাজগঞ্জের রাজা মিয়া, রাজশাহীর সিরাজ মিয়া চাঁদপুরের তৈয়ব আলী কৃষিজীবী। তাদের কৃষিজমিগুলো প্রতিবছরই নদী দ্বারা প্লাবিত হয়। এতে কৃষিজমিগুলো উর্বর হয়। ফলে তাদের জমির ফলনও ভালো হয়।

ক. ব্রডগেজ রেলপথ কোথায় দেখা যায়? ১

খ. বাংলাদেশের নদীগুলো নাব্যতা হারাচ্ছে কেন? ২

গ. রাজা মিয়া, সিরাজ মিয়া ও তৈয়ব আলীর জমিগুলো কোন কোন নদী দ্বারা প্লাবিত হয়? মানচিত্রে দেখাও। ৩

ঘ. তাদের জমির ফলন ভালো হওয়ার কারণ বিশ্লেষণ করো। ৪

৫.▶ দৃশ্যকল্প-১: রানার বাবা বাংলাদেশের বৃহত্তম ব-দ্বীপে ব্যবসা করেন। সেখান থেকে তার ব্যবসায়ের উৎপাদিত পণ্য ঢাকা পাঠান।

দৃশ্যকল্প-২: রাতুলের মামা বাংলাদেশের বৃহত্তম পানি বিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকায় বসবাস করেন এবং সেখান থেকে ব্যবসায়ের মালামাল ঢাকা পাঠান।

ক. জলপথকে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায়? ১

খ. দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে নদীপথ উন্নতি লাভ করার কারণ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. রানার বাবা ব্যবসায়িক পণ্য পরিবহনে কোন পথকে ব্যবহার করেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. রাতুলের মামা পণ্য পরিবহনে যে পথটি ব্যবহার করেন রানার বাবার সেই পথে পণ্য পরিবহন সম্ভব কী? যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করো। ৪

৬.▶ রাজিবের বাড়ি টাঙ্গাইল। তার মামার বাড়ি খাগড়াছড়ির পানছড়ি। গ্রীষ্মের ছুটিতে সে মামার বাড়ি বেড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নিরাপদ যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে রেলপথে সে মামার বড়ি যেতে চায়। কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানতে পারল এদিকে রেলপথ নেই। অগত্যা সড়ক পথেই আসতে হলো। কিন্তু সড়ক পথও অনুন্নত।

ক. বাংলাদেশে কয়টি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর আছে? ১

খ. বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে নদীপথ উন্নতি লাভ করার কারণ কী? ২

গ. রাজিবের মামার বাড়ির রুটে সড়কপথ অনুন্নত হওয়ার কারণ কী? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত রুটে রেলপথ গড়ে ওঠার সম্ভাবনা কতটুকু? তোমার মতামতের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৭.▶ কমর সাহেব বাসে করে ঢাকা থেকে রংপুর যাচ্ছিলো। পথিমধ্যে বিভিন্ন জায়গায় প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হলেন। কিন্তু এই যোগাযোগ ব্যবস্থাই ব্যবসা-বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ক. আমদানি বাণিজ্য কী? ১

খ. চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরকে বাংলাদেশের প্রবেশদ্বার বলা হয় কেন? ২

গ. কমর সাহেব যে যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যবহার করেছিলো তার শ্রেণিবিভাগ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে উক্ত যোগাযোগ ব্যবস্থার ভূমিকা বিশ্লেষণ করো। ৪

৮.▶ রুবেল খুলনা থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে মৎস্য পরিবহনের জন্য একটি বিশেষ ধরনের পথ ব্যবহার করেন। এ পথ ব্যবহার করায় তার সময় একটু বেশি লাগলেও পরিবহন খরচ বেশ কম পড়ে।

ক. বাংলাদেশে কয়টি সমুদ্রবন্দর রয়েছে? ১

খ. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলতে কী বোঝ? ২

গ. রুবেল মৎস্য পরিবহনের জন্য যেপথ ব্যবহার করেন তা গড়ে ওঠার কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ভারী পণ্য পরিবহনের জন্য রুবেলের ব্যবহৃত পথটিই উপযুক্ত– তোমার মতামতের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৯.▶ শফিক বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের একটি অঞ্চলে বসবাস করে। সে বাসে করে মাঝে মধ্যে বিভিন্ন প্রয়োজনে ঢাকায় যাতায়াত করে।

ক. বাংলাদেশের মোট রপ্তানির কত শতাংশ বাণিজ্য চট্টগ্রাম বন্দরে সম্পন্ন হয়? ১

খ. আকাশপথ কেন গুরুত্বপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. শফিকের যাতায়াতের মাধ্যমটি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের দুটি অঞ্চলে ভিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে ওঠার কারণ বিশ্লেষণ করো। ৪

১০.▶ নাঈম ও নাজিম 'ক' নামক দেশে বাস করে। নাঈম বিদেশ থেকে পণ্য আমদানি করে। আর নাজিম দেশে তৈরি নানারকম পণ্যদ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করে। তাদের উভয়ের কার্যক্রম 'ক' দেশটির অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক।

ক. বাণিজ্য কী? ১

খ. সমুদ্র পথ গড়ে ওঠার ভৌগোলিক কারণ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. নাজিম যেসব পণ্য রপ্তানি করে, দেশের অর্থনীতিতে তার অবদান ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. নাঈম যেসব পণ্য আমদানি করেন তার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

১১.▶ রহমান বিদেশ থেকে শিল্পের কাঁচামাল, শিশুখাদ্য, ওষুধপত্র ইত্যাদি নিয়ে আসেন। মল্লিক এসব পণ্য নদীপথে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পৌঁছে দেন।

ক. বাংলাদেশের বৃহত্তম রেলস্টেশনের নাম কী? ১

খ. বাংলাদেশের প্রবেশদ্বার বলতে কী বোঝ? ২

গ. রহমনের কাজটি কোন ধরনের বাণিজ্য? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মল্লিক পণ্য সরবরাহের জন্য যে পথ ব্যবহার করেন, তার অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

সৃজনশীল বহুনির্বাচনি | মডেল প্রশ্নপত্রের উত্তর

১	ক	২	খ	৩	গ	৪	ক	৫	ঘ	৬	ক	৭	ঘ	৮	ক	৯	ক	১০	ক	১১	গ	১২	খ	১৩	ক	১৪	গ	১৫	ক
১৬	গ	১৭	গ	১৮	গ	১৯	ক	২০	গ	২১	খ	২২	গ	২৩	খ	২৪	ঘ	২৫	খ	২৬	ঘ	২৭	খ	২৮	খ	২৯	ক	৩০	গ